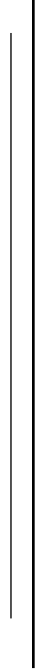


ইসলামী জীবন বিধানে
Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন



প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী বিভাগ (অব.)

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)

১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি

মগবাজার, রমনা, ঢাকা।

ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭

E-mail: qrfd2012@gmail.com

www.qrfd.org

www.shop.qrfd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০০

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২০

কম্পিউটার কম্পোজ

Q R F

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৪৫ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মিডিয়া প্লাস

কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা।

ক্রম.	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ	০৫
০২	চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	০৭
০৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১১
০৪	মূল বিষয়	১৪
০৫	Common sense-এর সংজ্ঞা	১৫
০৬	Common sense প্রমাণিত না অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান	২৪
০৭	Common sense-এর সংজ্ঞার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	২৫
০৮	Common sense-এর অংশসমূহ (Parts)	২৫
০৯	Common sense এর গুরুত্ব	২৭
১০	ইসলামে Common sense-এর বাইরের বিষয়ের সংখ্যা	৩৬
১১	ইসলামে Common sense-এর বাইরের বিষয়সমূহ	৩৭
১২	ইসলামে Common sense- কে অপরিসীম গুরুত্ব দেয়ার কারণসমূহ	৪১
১৩	Common sense-এর দোষ ও গুণ	৪৬
১৪	Common sense-অবদমিত ও উৎকর্ষিত হওয়ার পদ্ধতি এবং মাত্রা	৪৭
১৫	পৃথিবীতে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় জানা মানুষের সংখ্যা	৪৮
১৬	নিজ Common sense-এর রায়কে বিনা যাচাইয়ে অগ্রাহ্য করার গুনাহ/ক্ষতি	৪৯
১৭	Common sense-এর দুর্বলতা থেকে ক্ষতি এড়ানোর উপায়	৫২
১৮	যে অভিনব উপায়ে Common sense-কে জ্ঞানের উৎসের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে	৫৪
১৯	জ্ঞানের উৎসের তালিকা থেকে Common sense বাদ যাওয়ায় যে ক্ষতি হয়েছে	৫৪
২০	Common sense এবং আল্লাহর সাথে কথা বলা ও জ্ঞান অর্জন করা	৫৫

২১	Common sense বিরুদ্ধ কিছু কথা ও আমল যা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং ইসলামের অপরিসীম ক্ষতি করছে	৬০
	১. কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অন্য অনেক আমল যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদির তুলনায় কম বা সমান এবং তা সকলের জন্যে ফরজ নয়	৬১
	২. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী	৬২
	৩. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে, কিন্তু স্পর্শ করা যাবে না	৬৩
	৪. আনুষ্ঠানিক কাজের শুধু অনুষ্ঠান করলেই কল্যাণ তথা সওয়াব পাওয়া যায়	৬২
	৫. কোনো কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মৌলিক বিষয় বাদ দিলেও সে কাজটি ব্যর্থ হয় না	৬৩
	৬. ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয় বরং উপাসনামূলক ইবাদতের অনুষ্ঠানগুলো করাই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	৬৩
২২	শেষ কথা	৬৪

আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ

Common sense ও General knowledge বর্তমান বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত দু'টি কথা। অন্যদিকে General knowledge নেই বললে মানুষ তেমন কিছু মনে করে না। কিন্তু কাউকে Non-sense (Common sense নাই) বললে মারামারী আরম্ভ হয়ে যায়। অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ Common sense কে তাদের মর্যাদার প্রতিক মনে করে। অবাক বিষয় হলো Common sense ও General knowledge-এর প্রকৃত সংজ্ঞা পৃথিবীর প্রায় শতভাগ মানুষের অজানা। আর Common sense-এর গুরুত্ব ও ব্যবহার নীতিমালার বিষয়েও পৃথিবীর প্রায় শতভাগ মানুষের যথাযথ ধারণা নেই। মুসলিমদের ব্যাপারে এ বিষয়টি আরো বিস্ময়কর। কারণ, ইসলামের বাহিরের বিষয়ে অন্য জাতিদের মতোই তারা Common sense ব্যবহার করে। কিন্তু ইসলাম জানা ও বুঝার ব্যাপারে তারা Common sense-কে কোনো গুরুত্বতো দেয়ই না বরং Common sense-এর ব্যবহারকে নিষিদ্ধ মনে করে। অথচ কুরআন ও হাদীসে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, ব্যবহার নীতিমালা ইত্যাদি সম্পর্কে বহু কথা সরাসরি উল্লেখ আছে। পুস্তিকাটিতে কুরআন, হাদীস ও বাস্তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, ব্যবহার নীতিমালা ইত্যাদি সম্পর্কে যে সকল তথ্য আছে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্যগুলো বুঝে নিয়ে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতা যদি Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করা আরম্ভ করে তাহলে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার ব্যাপক কল্যাণ হবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবখানি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মূল (১ম স্তরের মৌলিক) অধিকাংশ ২য় স্তরের মৌলিক (১ম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক) এবং ২/১ অমৌলিক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাধ হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান

মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরেনা, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেননা (তাদের ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেননা), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করেনা বা মানুষকে জানায়না, তারা যেনো তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবেনা। অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবেনা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেননা। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্ব পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতখানি আমার মনে পড়লো-

كُنْتُ أَنزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেনো কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দূর্বস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবেনা (বলা বন্ধ করবেনা) বা ঘুরিয়ে বলবেনা।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮:২২, আন-নিসা/ ৪:৮০) আল্লাহ রাসূল (স.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবেনা। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবেনা, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখনিতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলোনা। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস,

বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিন্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ১৪.০১.২০০০ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেনো এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেনো আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

১৪.০১.২০০০ খ্রি.

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সূন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সূন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর পর আর কোনো নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক’টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-‘কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।’

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সূন্বাহ (হাদীস)

সূন্বাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা’য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সূন্বাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সূন্বাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয়না। তাই সূন্বাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবেনা। এ কথাটি আল্লাহ তা’য়ালার জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্বাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালার বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.

অনুবাদ: আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অত:পর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অত:পর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্বাহ/৬৯: ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী মনীষী বলতে কুরআন, সূন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনীর ভিত্তিতে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস (Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি) উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তিকে বোঝায়। আর কিয়াস হলো- কুরআন ও সূন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সূন্নাহর সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সূন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে যে কোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার আলোকে পরিচালিত গবেষণার ফল। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে ‘ইজমা’ (Concensus) বলে।

কারো গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যমূল। তাই সহজে বলা যায়- কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সূন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

মূল বিষয়

বর্তমান বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত দু'টি কথা হলো- General knowledge এবং Common sense। কিন্তু বিশ্বের মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় নিম্নের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের কোন উত্তরটি সঠিক?

১. General knowledge অর্থ সাধারণ জ্ঞান
২. Common sense অর্থ সাধারণ জ্ঞান
৩. উভয়টি সঠিক
৪. কোনোটি সঠিক নয়

কেউ উত্তর দিবেন ১নং টি, কেউ বলবেন ২নং টি এবং কেউ বলবেন ৩নং টি। এ তিনটি উত্তরের কোনোটি যথাযথ নয়। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষ এ দু'টি কথার যথাযথ উত্তর জানে না। কি সাংঘাতিক কথা তাই না? কথা দুটির যথাযথ উত্তর হলো- General knowledge অর্থ- অর্জিত সাধারণ জ্ঞান। অর্থাৎ যে সাধারণ জ্ঞান বই-পুস্তক পড়ে, আলোচনা শুনে বা কিছু দেখে শিখতে হয়। আর Common sense অর্থ জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। এ সাধারণ জ্ঞান আল্লাহ তা'য়ালার জন্মগতভাবে পৃথিবীর সকল মানুষকে দিয়ে দেন। এর জন্য কোনো বই পড়া, আলোচনা শুনা, স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসায় পড়ার প্রয়োজন পড়ে না। সাধারণ নীতি-নৈতিকতার সকল কথা যেমন- সত্য কথা বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, চুরি করা অন্যায়, মানুষের উপকার করা ভালো, মানুষের ক্ষতি করা খারাপ ইত্যাদি এ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের গ্রামের কৃষক যার অক্ষর জ্ঞান নেই সেও ঐ কথাগুলো জানে। অর্থাৎ তারও Common sense আছে।

পুস্তিকার প্রথমেই উল্লেখ করেছি, দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি সেখানকার মুসলিমদের ইসলাম সম্বন্ধে ধারণা এবং ইসলাম পালন পদ্ধতি গভীরভাবে অবলোকন করার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেক স্থানে লক্ষ করেছি মুসলিমদের মধ্যে এমন অনেক কথা চালু আছে যা Common sense-এর সম্পূর্ণ উল্টো। আর মুসলিমগণ সে Common sense বিরুদ্ধ কথা অনুযায়ী ব্যাপকভাবে আমলও করেছে। কুরআন তথা ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকার জন্যে মনের মধ্যে খটকা থাকা সত্ত্বেও আমি ঐ বিষয়গুলো আমল করেছি। দেশে ফিরে এসে আল কুরআন ও হাদীস বিস্তারিত পড়ে এবং সেখানকার Common sense সম্পর্কিত তথ্যগুলো জানার পর আমার মনে হলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় Common sense বিরুদ্ধ কোনো বিষয় থাকার কথা নয়। এরপর যে সকল Common sense বিরোধী কথা মুসলিম সমাজে চালু আছে সেগুলোর ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্যে কুরআন-হাদীস ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করতে শুরু করি। সে অনুসন্ধানের ফলাফলে আমি অবাক-বিস্ময়ে লক্ষ করি ঐ Common sense বিরোধী কথাগুলোর পক্ষে কুরআন-হাদীসে প্রকৃত কোনো বক্তব্য নেই। বরং তার

বিপক্ষে অনেক বক্তব্য আছে। আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি যখন দেখলাম, ঐ কথাগুলোই মুসলিমদের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার জন্যে প্রধানত দায়ী। তাই আমার মনে হলো, মুসলিম জাতিকে জানানো দরকার আল কুরআন ও হাদীসে Common sense সম্বন্ধে কী কী তথ্য আছে। ঐ তথ্যগুলো জানতে পারলে তারা সহজে বুঝতে পারবে ইসলামকে জানা ও বোঝার জন্যে Common sense খাটানোর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন। আর এটাই Common sense ও কুরআন-হাদীস বিরুদ্ধ কথাগুলো মুসলিমদের সমাজ থেকে সমূলে উৎপাটিত করতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ। এর ফলে মুসলিম জাতির কী অপরিসীম কল্যাণ হবে তা সময়ই বলে দেবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বর্তমান প্রচেষ্টা।

Common sense-এর সংজ্ঞা

যুক্তির আলোকে

যুক্তি-১

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রুগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালার দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেয়া এবং ক্ষতিকর (রোগ জীবাণু) জিনিস প্রবেশ করতে না দেয়ার জন্য এক মহাকল্যাণকর দারোয়ান সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। যুক্তির আলোকে তাই সহজে বলা যায়- জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে দেয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে না দেয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

যুক্তি-২

মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিদের অন্য ধর্ম গ্রন্থের জ্ঞান থাকার বিষয়টি পর্যালোচনা করলে সহজে প্রতীয়মান হবে যে- অন্য ধর্মগ্রন্থের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান রাখা মুসলিমের সংখ্যা শতকরা প্রায় শূন্যজন। বাস্তব এ অবস্থার আলোকে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা শতকরা কতোজন ব্যক্তির কুরআন ও সুন্নাহর গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা উচিৎ বলে দাবি করা যেতে পারে?

১. ৫০ জন
২. ১০ জন
৩. প্রায় শূন্যজন
৪. বলা কঠিন

নিশ্চয় আপনারা সকলে বলবেন প্রায় শূন্যজন।

কোনো মানুষ নিজ ইচ্ছায় মুসলিম বা অমুসলিম ঘরে জন্মায় না। মহান আল্লাহই তাকে সেখানে পাঠান। তাহলে, ইসলাম মানার ভিত্তিতে বিচার করা (শেষ বিচার) ন্যায় বিচার হওয়ার জন্য সকল মানুষের জন্মগতভাবে ইসলাম জানতে পারার একটি উৎস থাকা-

১. উচিৎ
২. উচিৎ না
৩. অবশ্যই উচিৎ
৪. বলা কঠিন

নিশ্চয় আপনারা সকলে বলবেন অবশ্যই উচিৎ।

শেষ বিচার অবশ্যই ন্যায় বিচার হবে। কারণ, ঐ বিচারের বিচারক হবেন স্বয়ং মহান আল্লাহ। তাই, এ যুক্তির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়- জ্ঞানের একটি উৎস জন্মগতভাবে সবাইকে মহান আল্লাহর দেয়ার কথা। আল্লাহ তা'য়ালার তা দিয়েছেনও। সে উৎসটিই হলো- বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

যুক্তি-৩

কুরআন পড়তে গেলে দেখা যায়- কয়েক আয়াত পর পর আল্লাহ তা'য়ালার মানুষের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন হলো- সর্বজ্ঞানী আল্লাহ মানুষকে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান শেখাচ্ছেন কুরআনের মাধ্যমে। তাহলে মানুষ কীভাবে আল্লাহর করা প্রশ্নের উত্তর দেবে?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো- মহান আল্লাহর জানা আছে যে, তিনি মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। তাঁর করা প্রশ্নের উত্তর মানুষ ঐ উৎসের জ্ঞানের আলোকে দিতে পারবে। আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে জন্মগতভাবে দেয়া জ্ঞানের সেই উৎসটিই হলো- বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا .

অনুবাদ: আর আমি কাউকে শাস্তি দেই না যতক্ষণ না কোনো বার্তাবাহক (সত্যের দাওয়াত নিয়ে) তার কাছে পৌঁছায়।

(বনী-ইসরাইল/১৭ : ১৫)

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ .

অনুবাদ: আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করিনি যতক্ষণ না কোনো সতর্ককারী তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল।

(আশ শু'য়ারা/২৬ : ২০৮)

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَّاهْلَهَا عَافِیُونَ .

অনুবাদ: এটি (দ্বীন জানিয়ে দেয়া) এ জন্য যে, তোমার প্রতিপালক কোনো জনপদকে (তার আদেশ সম্পর্কে) অনবহিত থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মত একটি জুলুম করেন না।

(আল আন'আম/৬ : ১৩১)

সম্মিলিত শিক্ষা: এ ৩টি আয়াত থেকে জানা যায়- যে ব্যক্তি ইসলাম কোনোভাবে জানতে পারেনি তাকে ইসলাম পালন না করার জন্য অবশ্যই আল্লাহ তা'য়লা শাস্তি দেবেন না। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ও বড় হওয়া মানুষের কুরআন ও হাদীস পড়ে বা বাবা, মা, ভাই, বোনের কাছে থেকে ইসলাম সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় না। তাই, তথ্য তিনটির আলোকে বলা যায়- মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা সকল মানুষের জন্মগতভাবে ইসলাম জানার একটি ব্যবস্থা মহান আল্লাহ অবশ্যই করেছেন।

তথ্য-২

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

অনুবাদ: অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন- তোমরা আমাকে এ

ইসমগুলো সম্পর্কে বলো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(আল বাকার/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালার আদম (আ.) তথা মানব জাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'য়ালার রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয় সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে- শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে, মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের লাভ কী?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখিয়েছেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা খারাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা খারাপ, ঘুষ খাওয়া খারাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেয়া খারাপ, দান করা ভালো, ওজনে কম দেয়া খারাপ ইত্যাদি। এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ আকল দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালার এর পূর্বে সকল মানুষের কাছে থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

তাই, আয়াতখানির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালার রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عِلْمٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৩

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ .

অনুবাদ: (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানে না বা জানতো না।

(আল আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচখানি আয়াতের শেষটি। আয়াতখানিতে বলা হয়েছে- কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানে না বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতখানির আলোকে বলা যায়- আল্লাহ তা'য়ালার কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহ ভিন্ন অন্য একটি জ্ঞানের

উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেয়া আছে। কুরআন ও সুন্নাহ এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নাহ ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ৩নং তথ্যের আয়াতখানি থেকে আমরা জেনেছি যে- রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় যে- ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। ৪নং তথ্যের আয়াতক'খানির মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৪

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا .

অনুবাদ: আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যান্য (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭ ও ৬)

ব্যাখ্যা: ৮নং আয়াতখানির মাধ্যমে জানা যায়- মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে ৩নং তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মেলালে বলা যায় যে- রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৫

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا .

অনুবাদ: অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করো, (এ জীবন ব্যবস্থা) আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

(আর রুম/৩০ : ৩০)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে মহান আল্লাহ প্রথমে রাসূল (সা.) কে উদ্দেশ্য করে সকল মানুষকে একনিষ্ঠভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থার ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে বলেছেন। এরপর তিনি বলেছেন- এ জীবনব্যবস্থা আল্লাহর প্রকৃতি। অর্থাৎ

ইসলামী জীবনব্যবস্থা আল্লাহর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। তারপর বলা হয়েছে- যে প্রকৃতির ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এ কথার অর্থ হলো- আল্লাহর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ আয়াত থেকে জানা যায়- ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও আল্লাহর প্রকৃতি সামঞ্জস্যশীল এবং আল্লাহর প্রকৃতি ও মানুষের প্রকৃতি সামঞ্জস্যশীল। অর্থাৎ ইসলামী জীবনব্যবস্থা = আল্লাহর প্রকৃতি এবং আল্লাহর প্রকৃতি = মানুষের প্রকৃতি। বীজগণিতের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো- $A = B$ এবং $B = C$ হলে $A = C$ হবে। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- ইসলামী জীবনব্যবস্থা = মানুষের প্রকৃতি। অর্থাৎ ইসলামী জীবনব্যবস্থা এবং মানুষের প্রকৃতি সামঞ্জস্যশীল। এ জন্য ইসলামকে বলা হয় মানুষের স্বভাব ধর্ম। অর্থাৎ ইসলাম জানা, বুঝা ও অনুসরণ করার জন্য যে ধরনের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন দরকার মানুষকে সে ধরনের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ বুদ্ধিবৃত্তিকে বলা হয় বোধশক্তি, Common sense, عَقْل, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৬

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ.

অনুবাদ: আর না, আমি কসম করছি তিরস্কারকারী মনের।

(কিয়ামাহ/৭৫ : ২)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যে অন্যায় কাজ করলে ভেতরে ভেতরে মানুষকে তিরস্কার করে। অন্যায় কাজ করার জন্য তিরস্কার করতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে কোনটি অন্যায় ও কোনটি ন্যায়। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনের ঐ শক্তিকেই বলে বোধশক্তি, Common sense, عَقْل, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা: উল্লিখিত আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালার মানুষের জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্ৰমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَكْرَزٍ، وَلَمْ

يَسْبَعُهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ وَقَدَرَأَيْتُهُ عَنِ وَاِبِصَةَ الْأَسَدِيِّ. قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنِي
 غَيْرُ مَرَّةٍ وَلَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا
 أُرِيدُ أَنْ لَا أَدْعَ شَيْئًا مِنَ الذِّبِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
 يَسْتَفْتُونَهُ، فَجَعَلْتُ أَتَخَطَّاهُمْ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا وَاِبِصَةُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: دَعُونِي فَأَدْنُو مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُو مِنْهُ. قَالَ: دَعُوا وَاِبِصَةَ،
 ادْنُ يَا وَاِبِصَةُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا
 وَاِبِصَةُ أُخْبِرُكَ أَمْ تَسْأَلُنِي؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ أُخْبِرُ بِنِي، فَقَالَ: جِئْتُ تَسْأَلُنِي عَنِ الذِّبِّ وَالْإِثْمِ
 فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: يَا وَاِبِصَةُ اسْتَفْتِ
 قَلْبِكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، الذِّبُّ مَا أَطْمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي
 النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

অনুবাদ: ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.), ওয়াবেসা (রা)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি আফফান থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- ওয়াবেসা (রা.) বলেন -আমি রাসূল (স.)-এর কাছে আসলাম। ভালো মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রাসূল (স.) -কে করতাম। তখন রাসূল (স.)-এর আশেপাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। আমি তাদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে যেতাম। সকলে তখন বলতে থাকতো হে ওয়াবেসা! রাসূল (স.) এর কাছ থেকে দূরে থাকো। তখন আমি বলতাম- আরে জায়গা দাও তো! আমি তাঁর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। কারণ আমি রাসূল (স.) এর কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করি। তখন রাসূল (স.) দু'বার অথবা তিনবার বললেন- “এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা!”। এরপর রাসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম- বরং আপনিই বলে দিন। তখন রাসূল (স.) বললেন হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন- তোমার কুলব (মন) ও নফসের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন -যে বিষয়ে তোমার নফস (মন) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মন) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে থাকা মনে) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

◆ ইমাম আবু ইমাম 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রি.) مُسْنَدُ حَدِيثُ وَابِئَةَ بْنِ مَعْبُدٍ الْأَسَدِيِّ نَزَلَ الرَّقَّةَ (শামের সাহাবীদের হাদীস) (ওয়াবেসা বিন মা'বাদ'র হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৯২৯, পৃ. ৫৬৫।

ব্যাখ্যা: নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যা অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা সেই শক্তি হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি (উৎস) Common sense /আকল/বিবেক/ বোধশক্তি।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْخُسَيْنِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي، وَيُحَرِّمُ عَلَيَّ، قَالَ: فَصَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَوَّبَ فِي النَّظَرِ، فَقَالَ: الْبِرُّ مَا سَكَنتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ.

অনুবাদ: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা, সনদের ৪র্থ ব্যক্তি য়ায়েদ বিন ইয়াহইয়া আদ-দিমশকী থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- আব্দুল্লাহ ইবনুল আ'লা বলেন, আমি মুসলিম বিন মিশকাম (রহ.)-কে বলতে শুনেছি, আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম হে রাসূলুল্লাহ (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রাসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন- নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস (মন তথা মনে থাকা Common sense) প্রশান্ত হয় ও তোমার ক্বালব (মন তথা মনে থাকা Common sense) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বালব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

- ◆ ইমাম আবু 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ (শামের সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيِّ (আবু সা'লাবা আল-খুশানী রা.- এর হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৬৭১, পৃ. ৪৭৫।

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ১নং হাদীসখানির অনুরূপ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَظْطُورٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعَهُ.

অনুবাদ: ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবু উমামা (রা.)-এর বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- আবু উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রাসূল (স.) বললেন, যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনঃজিজ্ঞেস করল, হে রাসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী (স.) বলেন- যে বিষয় তোমার মনে (মনে থাকা আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

- ◆ ইমাম আবু 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, تسمية مسند الأنصار (আনসারী সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ الصَّدِيقِيِّ بْنِ عَجَلَانَ بْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ: ابْنُ وَهْبٍ الْبَاهِلِيُّ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আবু উমামা আল-বাহেলী-এর হাদীস), ১২শ খণ্ড, হাদীস নং ২২০৬৬, পৃ. ৪৩৮।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকেও জানা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যে ন্যায় ও অন্যায় বুঝতে পারে। মনে থাকা ঐ শক্তিটিই হলো-

Common sense ।

Common sense প্রমাণিত না অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান

বাস্তবতা

বাস্তবে দেখা যায়- কিছু মানুষের Common sense এর রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক হয়। আবার কারো কারো Common sense এর রায় বেশ ক্ষেত্রে ভুল হয়। বাস্তবে এটাও দেখা যায় যে, মানুষের Common sense এর এই পরিবর্তন হয় শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদির প্রভাবে। আর তাই বাস্তবতার আলোকে বলা যায় Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান।

আল কুরআন

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

অনুবাদ: অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (Common sense- কে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (Common sense- কে) অবদমিত করবে।

(আশ্-শামস/৯১ : ৯, ১০)

ব্যাখ্যা: ৯নং আয়াতখানিতে বলা হয়েছে- অবশ্যই সে সফল হবে যে Common sense- কে উৎকর্ষিত করবে। এ সফলতার কারণ হলো- Common sense উৎকর্ষিত হলে তা ব্যবহার করে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। ফলে তার আমল সঠিক হবে। তাই সে সফল হবে।

১০নং আয়াতে বলা হয়েছে- অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে Common sense- কে অবদমিত করবে। এ ব্যর্থতার কারণ হলো- Common sense অবদমিত হলে তা ব্যবহার করে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। ফলে তার আমল ভুল হবে। তাই সে ব্যর্থ হবে।

এ দু'খানি আয়াতসহ আরো আয়াত (পরে আসছে) থেকে জানা যায়- জন্মগত ভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense এর তথ্য সঠিক বা ভুল উভয়টি হতে পারে। তবে, একই উৎস থেকে আসার কারণে ভুল হওয়া থেকে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর তাই Common sense হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْبَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَوْلٍ يُؤَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَاؤُهُ يُهَوِّدُونَهُ، أَوْ يُنَصِّرُونَهُ أَوْ يُمَجِّسُونَهُ.

كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدِّعَاءِ؟

অনুবাদ: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ‘আবদুল আ’লা থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন- আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

◆ আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, *مُسْنَدُ الْمُكْتَرِبِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ* (অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের হাদীস) *مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ* (আবু হুরায়রা রা.-এর হাদীস), ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৭১৮১, পৃ. ৪২৪।

ব্যাখ্যা: মানব প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করার অর্থ হলো- সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি তথা সঠিক আকল নিয়ে জন্মগ্রহণ করা। হাদীসটি থেকে তাই জানা যায়- সকল মানব শিশু সঠিক আকল নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা তাকে ইহুদী বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির শিক্ষা হলো- ‘আকল’ পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তীত হয়ে যায়। আর তাই এ হাদীস অনুযায়ী- আকল সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

Common sense- এর সংজ্ঞার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

কুরআন, হাদীস ও বাস্তব উদাহরণের উল্লিখিত তথ্যের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, Common sense হলো- জন্মগতভাবে সকল মানুষকে আল্লাহর দেয়া সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

Common sense-এর অংশসমূহ (Parts)

বর্তমান যুগের Computer এবং মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense এর মধ্যে নানা দিক থেকে অপূর্ব মিল আছে। Computer-এর তিনটি প্রধান অংশ হলো- Memory (স্মরণ শক্তি), Processor (বিশ্লেষণ ক্ষমতা) এবং Program। Common sense-এরও আছে- Memory (স্মরণ শক্তি), Processor (বিশ্লেষণ ক্ষমতা) এবং Program।

বর্তমান Computer-এ যোগ বা পরিবর্তন করে Memory এবং Processing power (বিশ্লেষণ ক্ষমতা) বাড়ানো যায়। আবার Dynamic Processing power থাকা Computer ও আছে। যার Memory বাড়লে Processing power সাথে সাথে বেড়ে যায়। Common sense-এর Processor হলো Dynamic। অর্থাৎ Common sense-এর Memory বাড়লে Processing power (বিশ্লেষণ ক্ষমতা) সাথে সাথে বেড়ে যায়। এ তথ্যটিই আল্লাহ তা'য়ালার জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا.....

অনুবাদ: হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও তবে তিনি তোমাদেরকে ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন.... .

(আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের সরল বক্তব্য হলো মানুষ আল্লাহ-সচেতন হতে পারলে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক ও ভুল পার্থক্যকারী শক্তি তথা Common sense দেবেন। কিন্তু সূরা আশ-শামসের ৮নং আয়াতের বক্তব্য হলো আল্লাহ তা'য়ালার জন্মগতভাবে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে সকল মানুষকে সঠিক ও ভুল পার্থক্যকারী শক্তি তথা Common sense দিয়েছেন। তাই আয়াত দু'খানির বক্তব্য আপাত পরস্পর বিরোধী। কিন্তু সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতসহ অন্য আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে আল কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী কথা নেই।

তাই এ আয়াতাংশের প্রকৃত বক্তব্য হলো- হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ- সচেতন হও তবে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের (জন্মগতভাবে পাওয়া) ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি (Common sense-কে উৎকর্ষিত করে) দেবেন.... .।

আল্লাহ-সচেতন হওয়ার উপায় হলো- কুরআন, সুন্নাহ, প্রাকৃতিক নিদর্শন (বিজ্ঞান), সত্য ঘটনা, সত্য কাহিনী ইত্যাদির আলোকে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানা। আর আল্লাহর অতাৎক্ষণিকভাবে দেয়া বলতে বুঝায়- আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন (Program) অনুযায়ী কোনো কিছু সংঘটিত হওয়া। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত অর্থ' (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বইটিতে।

তাই এ আয়াতাংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো- কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা, সঠিক কাহিনী ইত্যাদির আলোকে জ্ঞান অর্জন করে মানুষ যদি তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense-এর Memory বাড়তে পারে তবে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন (Program) অনুযায়ী তাদের Common sense-এর বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power) বেড়ে যাবে।

Virus বর্তমান Computer-এর ক্ষমতা কমায়। তেমনই ভুল তথ্য (Virus) মানুষের Common sense-এর শক্তি বা বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power) কমায়।

Common sense এর গুরুত্ব

বাস্তবতা

তথ্য-১

একজন মানুষকে যদি বলা হয় তোমার General knowledge নেই তবে সে ততো মন খারাপ করবে না। কিন্তু কাউকে যদি বলা হয় তুমি Non-sense (তোমার Common sense নেই) তাহলে মারামারী আরম্ভ হয়ে যাবে। এ থেকে বুঝা যায় মানুষ Common-sense কে মর্যাদার প্রতীক মনে করে।

যে বিষয়টিকে মানুষ মর্যাদার প্রতীক মনে করে সেটি নিশ্চয় ছোট-খাটো কোনো বিষয় হবে না। সেটি হবে মানব জীবনের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই বাস্তবতার এ তথ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে Common-sense মানব জীবনের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-২

জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা প্রতি মুহূর্তে Common sense ব্যবহার করছি। অন্য কথায় Common sense ব্যবহার না করে জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব। যে জিনিসটি ব্যবহার না করলে জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব সেটি অবশ্যই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস। ইসলাম মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করতে চায়। তাই, বাস্তবতার এ তথ্য অনুযায়ী ইসলামে Common sense এর গুরুত্ব অপরিসীম হওয়ার কথা।

তথ্য-৩

জন্মগতভাবে পাওয়া রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নামক দারোয়ান অবদমিত হলে বা কাজ না করলে মানুষের জীবন মহা অশান্তিময় হয়। এর উদাহরণ হলো-AIDS। AIDS রোগে জন্মগতভাবে পাওয়া রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নামক দারোয়ান অবদমিত হয়। তাই, যে সকল জীবাণু সাধারণ অবস্থায় রোগ সৃষ্টি করার কথা নয় তারাও রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং ঐ সকল রোগে মানুষ মারা যায়। তাই, জন্মগতভাবে পাওয়া, জ্ঞানের রাজ্যে ভুল প্রতিরোধ করার দারোয়ান Common sense-কে অবদমিত করলে বা কাজে না লাগালে বাচ্চা শয়তানরাও ধোঁকা দিয়ে জ্ঞানের মধ্যে ভুল ঢুকিয়ে দিতে এবং জ্ঞানকে লন্ড-ভন্ড করে দিতে সক্ষম হয়।

বর্তমান মুসলিম জাতি Common sense-কে শুধু অবদমিতই করে নি জ্ঞানের উৎসের তালিকা থেকে Common sense-কে বাদ দিয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান

মুসলিম জাতি জ্ঞানের কঠিনতম AIDS রোগে আক্রান্ত। তাই, বাচ্চা শয়তানরাও ধোঁকা দিয়ে তাদের জ্ঞানের রাজ্যকে লন্ড-ভন্ড করে দিয়েছে। তাই বাস্তবতার এ তথ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে Common sense সকল মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া অতিবড় এক নিয়ামত।

♣♣ বাস্তবতার এ সকল তথ্যের আলোকে সহজে বলা যায় মানব জীবনে Common sense-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আল কুরআন

তথ্য-১

আল কুরআনে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান তথা Common sense কে عَقْلُ বলা হয়েছে। এই عَقْلُ শব্দটি আল্লাহ্ কুরআনে ৪৯ বার উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে ২২ জায়গায় আল্লাহ্ মানুষকে তিরস্কার করেছেন Common sense খাটিয়ে আল কুরআন তথা ইসলাম না জানা বা না বুঝার জন্যে।

বাকি ২৭ জায়গায় তিনি কুরআন তথা ইসলামের বক্তব্যকে Common sense খাটিয়ে জানতে ও বুঝতে উপদেশ বা নির্দেশ দিয়েছেন। আর না হয় অন্যভাবে Common sense এর কথা উল্লেখ করেছেন। যে জিনিসটি ব্যবহার না করার জন্য আল কুরআনে ২২ বার মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে সেটি নিশ্চয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

তথ্য-২

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ

অনুবাদ: তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মন (মনে থাকা Common sense) সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো)।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতাতংশ থেকে জানা যায় ভ্রমণ করলে এমন Common sense এর অধিকারী হওয়া যায় যা দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বুঝা যায়। এ কথাটির সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা আয়াতখানির শেষাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবে-

فَإِنَّهَا لَا تَعْيَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْيَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ .

অনুবাদ: প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে। (ছবি: পৃষ্ঠা নং ৪৩ ও ৪৪)

ব্যাখ্যা: সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক একটি তথ্য হলো- সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে থাকা মনে অবস্থিত Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে তার প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পারে না।

এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see. এ বিষয়ে দু'টি উদাহরণ-

উদাহরণ-১

রোগের লক্ষণ (Symtoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রুগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা যায় না। এ চিরসত্য কথাটি সকল চিকিৎসক জানে।

উদাহরণ-২

ছোট বাচ্চাদের আপেল দেখানোর পর নাম বলার আগ পর্যন্ত আপেলের নাম বলতে না পারা। কারণ, তাকে দেখানো ফলটির নাম তার ব্রেইনে আগে থেকে নেই।

তাই, কুরআন বা সুন্নাহ থাকা একটি বিষয়ে মানুষের Common sense-এ আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ আয়াত বা সুন্নাহর প্রকৃত ব্যাখ্যা মানুষ বুঝতে পারে না।

আর তাই, পুরো আয়াতখানি থেকে সার্বিকভাবে যা জানা যায় তা হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু দেখে পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে-

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যদি) বই পড়া
- ইন্টারনেট ব্রাউজ করা
- Geographic channel দেখা
- Discovery Channel দেখা।

যে বিষয়টিকে উৎকর্ষিত না হলে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু পড়ে বা শুনে সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা বুঝা যাবে না সেটি নিশ্চয় অপারিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তথ্য-৩

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ .

অনুবাদ: আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা ঈমান আনতে পারবে না, আল্লাহর (অতাত্মক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া; কারণ, তাদের অধিকাংশই জাহিলীভাবে চলা ব্যক্তি।

(আল আন'আম/৬ : ১১১)

ব্যাখ্যা: জাহিলীভাবে চলার অর্থ Common sense ব্যবহার না করে চলা। ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ হলো- আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা ঈমান আনতে পারবে না, আল্লাহর প্রোগ্রাম অনুসরণ করা ছাড়া। কারণ, তাদের অধিকাংশই Common sense ব্যবহার না করে চলা ব্যক্তি। যে বিষয়টিকে ব্যবহার না করলে মানুষ ঈমান আনতে পারে না সেটি নিশ্চয় অপারিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

তথ্য-৪

وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ .

অনুবাদ: যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) ব্যবহার করে না তাদের ওপর অকল্যাণ (ভুল) চাপিয়ে দেন (চেপে বসে)।

(আল ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা: যে বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করার জন্য মানব জীবনে ভুল চেপে বসবে বলে কুরআন বলেছে সেটি নিশ্চয় অপারিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

তথ্য-৫

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ .

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু হলো সেই সব বধির, বোবা লোক যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে যারা বিভিন্ন কাজ বিশেষ করে ইসলামকে জানা বা বোঝার জন্যে Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিশ্চয়তা সহকারে নিকৃষ্টতম জীব বলেছেন। আল্লাহ যাকে নিকৃষ্টতম পশু বলেছেন তার জীবন শতভাগ ব্যর্থ এটি বোঝা সহজ। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার ঐ ধরনের ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জন্তু বলেছেন কেন তা আমাদের বোঝা দরকার।

গোখরা সাপ একটি হিংস্র/নিকৃষ্ট জীব। তবে একটি গোখরা সাপ বেশি মানুষকে হত্যা করতে পারে না। একজন, দুইজন বা তিনজন মানুষকে কামড়ালেই সাপটি ধরা পড়ে যাবে এবং মানুষ তাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু একজন মানুষ যে

Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করে না সে অসংখ্য মানুষের ব্যাপক ক্ষতি করবে। এ কারণেই যে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করে না তাকে আল্লাহ নিকৃষ্টতম জীব বলেছেন। যে বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করার জন্য মানুষকে নিকৃষ্ট জীবের খেতাব পেতে হবে সেটি নিশ্চয় অপারিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

তথ্য-৬

كَلَّمَا أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ . قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ .
فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ . وَقَالُوا لَوْ كُنَّا
نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ .

অনুবাদ: যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোনো কাফির দল উপস্থিত হবে, রক্ষীগণ জিজ্ঞাসা করবে, কোনো সতর্ককারী কি তোমাদের কাছে পৌঁছায়নি? উত্তরে তারা বলবে, সতর্ককারী আমাদের কাছে পৌঁছেছিল কিন্তু আমরা তাদের অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আসলে তোমরা বিরাট ভুলের মধ্যে আছো। অতঃপর তারা বলবে, হায়! আমরা যদি (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense (যথাযথভাবে) ব্যবহার করতাম তবে আজ আমাদের জাহান্নামে আসতে হতো না।

(আল মুলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা কুরআন ও সুন্নাহ অস্বীকার করা ব্যক্তি। অর্থাৎ তারা কাফির। তাই, আয়াতখানিতে পরকালে কাফির ব্যক্তির অনুশোচনা করে যা বলবে সেটি উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- পৃথিবীতে নবী-রাসূলগণ তাদেরকে যা বলেছিল অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর যে দাওয়াত দিয়েছিল সেটি যদি তারা মনোযোগ সহকারে শুনতো অথবা Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো তাহলে তাদের দোষখে যেতে হত না। কাফিরদের Common sense অনেক অবদমিত। ঐ অবদমিত Common sense-কেও যথাযথভাবে ব্যবহার করলে কাফিরদের জাহান্নামে যেতে হতো না বলে আয়াতখানিতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়- Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা দোষখে যাওয়ার একটি কারণ হবে। যে বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে সেটি নিশ্চয় অপারিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

♣♣ আল কুরআনের এ সকল তথ্যের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় ইসলামে Common sense, বোধশক্তি, عَقْل, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَطْوَرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعَهُ.

অনুবাদ: ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবু উমামা (রা.)-এর বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- আবু উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রাসূল (স.) বললেন, যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনঃজিজ্ঞেস করল, হে রাসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী (স.) বলেন- যে বিষয় তোমার মনে (মনে থাকা আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

◆ ইমাম আবু 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, تسمية مسند الأنصار (আনসারী সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ الصَّدِيقِيِّ بْنِ عَجَلَانَ بْنِ عَمْرِو وَيُقَالُ: ابْنُ وَهْبٍ الْبَاهِلِيِّ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আবু উমামা আল-বাহেলী-এর হাদীস), ১২শ খণ্ড, হাদীস নং ২২০৬৬, পৃ. ৪৩৮।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকেও জানা যায়- যাকে সৎ কাজ আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে সে মু'মিন। সৎকাজ আনন্দ ও অসৎকাজ পীড়া দেয় সেই ব্যক্তিকে যার Common sense (বিবেক) জাগ্রত আছে। তাই এ হাদীসের মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন যে, Common sense জাগ্রত থাকার বিষয়টি ঈমান থাকা না থাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

যে জিনিসটি জাগ্রত থাকা বা না থাকার ওপর ঈমান নির্ভরশীল সেটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই এ হাদীসখানির আলোকে সহজে বলা যায়- Common sense অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস-২.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُسْنَدِهِ أَحَدَثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَبَّادُ بْنُ سَكْمَةَ، أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرِيُّ أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَكْرَزٍ، وَلَمْ يَسْعُهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ وَقَدْ رَأَيْتُهُ عَنْ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنِي غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَفْتُونَهُ، فَجَعَلْتُ أَنْخَطَأُهُمْ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: دَعُونِي فَأَدْنُو مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُو مِنْهُ، قَالَ: دَعُوا وَابِصَةَ، يَا ادْنُ يَا وَابِصَةُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا وَابِصَةُ أَخْبِرْكَ أَمْ تَسْأَلِنِي؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ أَخْبِرْنِي، فَقَالَ: جِئْتُ تَسْأَلِنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَمَامَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِمْ فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبِكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، الْبِرُّ مَا أَطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

অনুবাদ: ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.), ওয়াবেসা (রা)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি আফফান থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- ওয়াবেসা (রা.) বলেন -আমি রাসূল (স.)-এর কাছে আসলাম। ভালো মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রাসূল (স.)-কে করতাম। তখন রাসূল (স.)-এর আশেপাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। আমি তাদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে যেতাম। সকলে তখন বলতে থাকতো হে ওয়াবেছ! রাসূল (স.)-এর কাছ থেকে দূরে থাকো। তখন আমি বলতাম- আরে জায়গা দাও তো! আমি তাঁর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। কারণ আমি রাসূল (স.)-এর কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করি। তখন রাসূল (স.) দু'বার অথবা তিনবার বললেন-“এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা!”। এরপর রাসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম- বরং আপনিই বলে দিন। তখন রাসূল (স.) বললেন হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো

একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন- তোমার ক্বালব (মন) ও নফসের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন -যে বিষয়ে তোমার নফস (মন) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মন) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে থাকা মনে) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

◆ ইমাম আবু ইমাম 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রি.) مُسْنَدُ حَدِيثٍ وَإِبْصَافَةُ بِنِ مَعْبُدِ الْأَسَدِيِّ نَزَلَتِ الرَّقَّةُ (শামের সাহাবীদের হাদীস) (ওয়াবেসা বিন মা'বাদ'র হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৯২৯, পৃ. ৫৬৫।

হাদীস-২.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُسْنَدِهِ ' حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ. قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ. قَالَ: سَمِعْتُ الْخُسَيْنِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. أُخْبِرُنِي بِمَا يَجِلُّ لِي. وَيُحَرِّمُ عَلَيَّ. قَالَ: فَصَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَوَّبَ فِي النَّظَرِ. فَقَالَ: أَلِدُّ مَا سَكَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَلَمْ يَطْمِئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْهَفْتُونَ.

অনুবাদ: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) আবু সালাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা, সনদের ৪র্থ ব্যক্তি যায়েদ বিন ইয়াহইয়া আদ-দিমামশকী থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- আব্দুল্লাহ ইবনুল আ'লা বলেন, আমি মুসলিম বিন মিশকাম (রহ.)-কে বলতে শুনেছি, আবু সালাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম হে রাসূলুল্লাহ (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রাসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন- নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস (মন তথা মনে থাকা Common sense) প্রশান্ত হয় ও তোমার ক্বালব (মন তথা মনে থাকা Common sense) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বালব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

- ◆ ইমাম আবু 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, حَدِيثُ أَبِي مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ (শামের সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ (আবু সা'লাবা আল-খুশানী রা.- এর হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৬৭১, পৃ. ৪৭৫।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: হাদীসদু'খানির শেষ লাইনে রাসূল (সা.) বলেছেন, “যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়”। এ বক্তব্যের মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন- কারো Common sense যদি সায় না দেয় তবে অন্য কারো দেয়া ফতোয়া (সিদ্ধান্ত) বিনা যাচাইয়ে মেনে নেয়া যাবে না। তাই সে ব্যক্তি যত বড় জ্ঞানী বা ডিগ্রীধারী হোক না কেন।

যে জিনিসটি সায় না দিলে বড় মানের ব্যক্তির দেয়া সিদ্ধান্তও বিনা যাচাইয়ে মেনে নিতে রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন সে জিনিসটি অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ হাদীস অনুযায়ী Common sense অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হাদীস-৩

عَنْ أَبِي حَبِيدٍ وَ أَبِي أُسَيْدٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ إِذَا سَعَيْتُمْ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفْهُ قَلْبُكُمْ وَ تَلِيْنِ لَهُ إِشْعَارِكُمْ وَ أَبْشَارِكُمْ وَ تَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ . وَإِذَا سَعَيْتُمْ الْحَدِيثَ عَنِّي تَنْكِرْهُمْ قَلْبُكُمْ وَ تَنْفِرْ مِنْهُ إِشْعَارِكُمْ وَ أَبْشَارِكُمْ وَ تَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أْبْعَدِكُمْ مِنْهُ .

অনুবাদ: ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবু আ'মের থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন- আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো কথা (বর্ণনা) শুনো তখন যেটাকে তোমাদের মন (মনে থাকা আকল) মেনে নেয় এবং যা দিয়ে তোমাদের মন নরম হয়ে যায় এবং তোমরা অনুভব করো যে তা তোমাদের মনের (মনে থাকা আকলের) নিকটতর, তখন তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মন (মনে থাকা আকল) তোমাদের অপেক্ষা সেটির অধিক নিকটতম। আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো কথা (বর্ণনা) শুনো তখন যেটা তোমাদের মন (মনে থাকা আকল) অস্বীকার করে এবং তা তোমাদের মন হতে দূরে হয়, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মনও (মনে থাকা আকল) তোমাদের অপেক্ষা সেটির অধিক দূরে।

হাদীসটির সনদ, মতন ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

- ◆ ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।
- ◆ *মুসনাদে আহমদ*, আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, حَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ السَّاعِدِيِّ (আবু হুমাইদ আস-সায়েদী'র হাদীস) ৯ম খণ্ড, হাদীস নং ১৬০০৩, পৃ. ৫৭৭।

ব্যাখ্যা: হাদীসটিতে রাসূল (স.) তোমার মনে থাকা Common sense মেনে নেয় বা অস্বীকার করে না বলে তোমাদের মনে থাকা আকল মেনে নেয় বা অস্বীকার করে না বলেছেন। অর্থাৎ Common sense-এর সর্বসম্মত রায়ের কথা বলেছেন। তাই, হাদীসখানি অনুযায়ী, সাধারণ মানুষের Common sense-এর সর্বসম্মত রায় এবং রাসূল (সা.)-এর Common sense-এর রায় অভিন্ন। তাই, এ হাদীসখানি অনুযায়ীও Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

ইসলামে Common sense-এর বাইরের বিষয়ের সংখ্যা

বিষয়টি বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের ভালো করে জানা ও বোঝা দরকার। কারণ, বিষয়টি সঠিকভাবে জানা ও বোঝা গেলে Common sense এর বিরুদ্ধ কথার ব্যাপারে তাদের কর্মপন্থা কী হওয়া উচিত সে ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সহজ হবে।

বিষয়টি যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায়-

দৃষ্টিকোণ-১

□ একই উৎস থেকে আসার দৃষ্টিকোণ

কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense একই উৎস আল্লাহ থেকে আসা। একই উৎস থেকে আসা বিষয়ের মধ্যে মিল বেশি থাকে। অমিল কম থাকে। তাই যৌক্তিক কথা হলো- ইসলামে Common sense-এর বাইরের কোনো বিষয় থাকার কথা নয়।

দৃষ্টিকোণ-২

□ কুরআন ও সুন্নাহ, Common sense ব্যবহার করাকে অপরিসীম গুরুত্ব দেয়ার দৃষ্টিকোণ

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি, মহান আল্লাহ ও রাসূল (সা.) ইসলাম জানা এবং অন্যান্য কাজ করার সময় Common sense-কে ব্যবহার করার বিষয়ে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। ইসলামে Common sense এর বাইরের কথা বেশি থাকলে মহান আল্লাহ ও রাসূল (সা.) Common sense-কে ব্যবহার করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করতেন।

মহান আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর এ কর্মপদ্ধতি থেকে বুঝা যায় ইসলামে Common sense- এর বাইরের বিষয় না থাকার কথা বা থাকলেও খুব কম হওয়ার কথা।

দৃষ্টিকোণ-৩

□ ঈমান (বিশ্বাস) দুর্বল হওয়ার দৃষ্টিকোণ

ইসলাম মানুষের ঈমানকে দৃঢ় করতে চায়। Common sense-এর বিরুদ্ধ বা বাইরের বিষয় ঈমানকে দুর্বল করে। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়- ইসলামে Common sense-এর বাইরের বিষয় না থাকার কথা বা থাকলেও খুব কম হওয়ার কথা।

ইসলামে Common sense-এর বাইরের বিষয়সমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর বাইরে দু'ধরনের বিষয় আছে। যথা-

ক. চিরন্তনভাবে Common sense-এর বাইরের বিষয়

খ. সাময়িকভাবে Common sense-এর বাইরের বিষয়

চলুন এখন এ দু'ধরনের বিষয় সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত জানা যাক-

ক. চিরন্তনভাবে Common sense এর বাইরের বিষয়সমূহ

এখানে দু'ধরনের বিষয় আছে-

১. অতীন্দ্রীয় আয়াতের বিষয়সমূহ

২. রাসূল (সা.)-এর মুজেয়াসমূহ

১. অতীন্দ্রীয় আয়াতের বিষয়সমূহ

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ

وَأْتَيْنَا تَأْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ
كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۝

অনুবাদ: তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এর মধ্যে কিছু হলো ‘ইন্দিয়গ্রাহ্য’ আয়াত, এগুলো কিতাবের মা (মূল), আর অন্যগুলো ‘অতীন্দ্রিয়’; অতঃপর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা ফিতনা ছড়ানো এবং (অপ) ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয়গুলোর পেছনে লেগে থাকে সেগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ বের করার জন্য; অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর অন্তর্নিহিত অর্থ জানে না; আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে- আমরা এটা বিশ্বাস করি, (কারণ) এসবই আমাদের প্রতিপালকের কাছে থেকে আগত।

(আলে-ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ প্রথমে বলেছেন, আল কুরআন তাঁর কাছ থেকেই রাসূল (সা.)-এর কাছে নাযিল হয়েছে। এরপর বলেছেন, আল কুরআনে দুই ধরনের আয়াত আছে, ইন্দিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) ও অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত)। এর মধ্যে ইন্দিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলো হচ্ছে কুরআনের মা বা আসল আয়াত।

কুরআনের অধিকাংশ আয়াত ইন্দিয়গ্রাহ্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। তবে মূল ইন্দিয়গ্রাহ্য আয়াত হচ্ছে প্রায় পাঁচশতের মত। বাকি ইন্দিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলো (যার সংখ্যা কুরআনে অনেক বেশি) হচ্ছে মূল ইন্দিয়গ্রাহ্য আয়াতের বক্তব্যগুলো বোঝানো বা তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে সাহায্যকারী আয়াত। এগুলোকে আল কুরআনে কাহিনী (কেছা) ও উদাহরণের (আমছাল) আয়াত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল ইন্দিয়গ্রাহ্য আয়াতে ইসলামের আকায়েদ (বিশ্বাসগত বিষয়), ফারাজেজ, আখলাক (চরিত্রগত বিষয়), আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি বুনিয়াদি বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াত সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন- যাদের মনে বক্রতা বা শয়তানি আছে তাই ফেতনা (ভুল বোঝাবুঝি) ছড়ানো এবং প্রকৃত তাৎপর্য বোঝার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয় আয়াতের পিছনে লেগে থাকে। অথচ অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না। এখান থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ তাদের Common sense দিয়ে কখনও বুঝতে পারবে না এবং তা বোঝার চেষ্টা করাও নিষেধ।

আল কুরআনে অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের সংখ্যা খুবই কম। এই সব আয়াতে অতীন্দ্রিয় বিষয় যেমন- বেহেশত, দোযখ, ফেরেশতা, আল্লাহর আরশ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিছু কিছু সূরার শুরুতে কয়েকটি

অক্ষরবিশিষ্ট যে শব্দ থাকে, সেগুলোও মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- يس، الم ইত্যাদি।

আল্লাহ্ এখানে পুরো কুরআনকে দু'ভাগে ভাগ করে তার এক ভাগের সঙ্গে মানুষের Common sense বা জ্ঞানের সম্পর্ক কী, তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তাই কুরআনের অপরভাগের সঙ্গে মানুষের Common sense বা জ্ঞানের সম্পর্ক কী হবে, তা বোঝাও মোটেই কঠিন নয়। চলুন একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করা যাক।

ধরুন এক ব্যক্তির সামনে 'ক' ও 'খ' নামের দু'টি খাবার উপস্থিত করে শুধু বলা হলো 'ক' নামের খাবারটি খাওয়া যাবে। এ রকমভাবে বললে খাবার দুটি খাওয়ার ব্যাপারে তাকে যে তথ্যগুলো দেয়া হয় তা হচ্ছে-

- 'ক' নামের খাবারটি প্রত্যক্ষভাবে খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়
- 'খ' নামের খাবারটি খেতে পরোক্ষভাবে নিষেধ করা হয়

উদাহরণটি সামনে রাখলে আয়াতেকারীমা হতে কুরআনের সঙ্গে মানুষের Common sense বা জ্ঞানের সম্পর্কের বিষয়ে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো নিঃসন্দেহে বোঝা যায়-

ক. আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ কখনও তাদের Common sense বা জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারবে না। অর্থাৎ তা স্থায়ীভাবে মানুষের Common sense বা জ্ঞানের বাইরে।

খ. আল্লাহ্ এটিও প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অতীন্দ্রিয় আয়াতের বিষয়ের প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য Common sense বা অর্জিত জ্ঞান খাটিয়ে বোঝার চেষ্টা করা নিষেধ তথা গুনাহের কাজ।

গ. আল্লাহ্ পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ তাদের Common sense খাটিয়ে বুঝতে পারবে। অর্থাৎ সেগুলো Common sense বিরুদ্ধে কোনো কথা নয়।

ঘ. আয়াতখানি থেকে পরোক্ষভাবে আরো জানা যায় যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতে থাকা বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য Common sense খাটিয়ে বোঝা বা বের করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য

আয়াতখানির শেষে উল্লেখিত 'যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে- আমরা এটা বিশ্বাস করি, (কারণ) এসবই আমাদের প্রতিপালকের কাছে থেকে আগত' বক্তব্যটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলো মেনে নেয়ার একটি যুক্তি বলে দিয়েছেন। যুক্তিটি হলো- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় সব আয়াতই মহান

আল্লাহর কাছে থেকে আসা। এর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের সংখ্যা অতীন্দ্রিয় আয়াতের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। তাই, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলো যদি মানুষের Common sense বা জ্ঞানের আলোকে সঠিক বলে বুঝা ও মেনে নেয়া সম্ভব হয় তবে একই সত্তার কাছে থেকে আসা অল্প কয়েকটি অতীন্দ্রিয় আয়াতও সঠিক বলে মেনে নেয়াটাই যৌক্তিক।

২. রাসূল (সা.)-এর মুজেযাসমূহ

রাসূল (সা.) তাঁর জীবনে কিছু মুজেযা দেখিয়েছেন। এই মুজেযার বিষয়গুলো মানুষের পক্ষে Common sense খাটিয়ে বোঝা সম্ভব নয়।

খ. সাময়িকভাবে Common sense এর বাইরের বিষয়সমূহ

আল কুরআনের বক্তব্যসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই সেখানে কিছু বিষয় আছে যা মানবসভ্যতার জ্ঞান একটা বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত মানুষের বুকে আসবে না। এ বিষয়গুলোকে সাময়িকভাবে Common sense এর বাইরের বিষয় বলা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে-

১. রকেটে করে অল্প সময়ে গ্রহ-উপগ্রহে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূল (সা.)-এর মেরাজ বোঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করলে, তা মানুষকে কেয়ামতের দিন দেখানো হবে। আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recoding) এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই ‘কাজ দেখানো’ শব্দটি সঠিকভাবে বোঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু মানবসভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কে (Computer Disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটাই শেষ বিচারের দিন সাক্ষী-প্রমাণ হিসেবে দেখিয়ে বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের জ্ঞানের বৃদ্ধি স্তর (Development Steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেননি, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে জ্ঞানের বৃদ্ধির (Embryological Development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সঠিকত্ব প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কোরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, লোহা বা ধাতু (Metal) মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই ‘প্রচণ্ড শক্তি’ বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন,

তরবারির, বন্দুক বা কামানের শক্তি। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি।

♣♣ উপরের তথ্যগুলো জানার পর দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, অল্প কিছু অতীহিন্দ্রিয় বিষয় ছাড়া আল কুরআন তথা ইসলামে চিরন্তনভাবে মানুষের Common sense বিরুদ্ধ বা বাইরের কোনো কথা নেই।

ইসলামে Common sense-কে

অপরিসীম গুরুত্ব দেয়ার কারণসমূহ

পূর্বেই আমরা জেনেছি ইসলাম Common sense কে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। চলুন এখন পর্যালোচনা করে দেখা যাক, কী কারণে ইসলাম Common sense কে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। শিরোনাম আকারে কারণগুলো হলো-

১. আল্লাহর দেয়া কোটি কোটি সদাজাগ্রত দারোয়ান (Guard) সকল সময় পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা
২. কুরআনের আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝা সহজ হওয়া
৩. ইসলামের বক্তব্য মানা ও অনুসরণ সহজ হওয়া
৪. সঠিক গবেষণার বিষয় (Subject) খুঁজে পাওয়া

কারণগুলোর পর্যালোচনা-

১. আল্লাহর দেয়া কোটি কোটি সদাজাগ্রত দারোয়ান (Guard) সকল সময় পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা

Common sense হলো আল্লাহর নিয়োগ দেয়া ইসলামের সদাজাগ্রত দারোয়ান। বাড়ীতে চোর অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। তাই, আল্লাহর নিয়োগ দেয়া দারোয়ান তার মতের বাইরের বা বিরুদ্ধ কোনো কথাকে কুরআন ও হাদীস দিয়ে যাচাই না করে ইসলামের ঘরে প্রবেশ করতে দেবে না। আবার তার মতের পক্ষের কোনো কথাকে কুরআন ও হাদীস দিয়ে যাচাই না করে ইসলামের ঘর থেকে বের হতে দেবে না। তাই Common sense দেয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ, বিশ্বে যতোজন মুসলমান থাকবে (আদমশুমারী অনুযায়ী বর্তমানে প্রায় ১৮০ কোটি) ততোজন আল্লাহর দেয়া সদাজাগ্রত ইসলামের দারোয়ান (Guard) পৃথিবীতে সর্বোচ্চ উপস্থিত থাকার অপূর্ব ব্যবস্থা করেছেন।

একজন দারোয়ানকে ফাঁকি দেয়া যায়। কিন্তু ১৮০ কোটি বা তার বেশি দারোয়ানকে ফাঁকি দেয়া মোটাই সহজ নয়। তাই Common sense নামক দারোয়ান দিয়ে ইসলামের ঘরে ভুল তথ্য অনুপ্রবেশ করা এবং সঠিক তথ্য বের হতে না দেয়ার জন্য এক অপূর্ব ব্যবস্থা মহান আল্লাহ করেছেন।

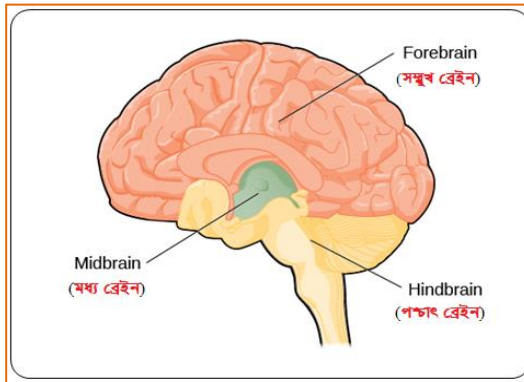
২. কুরআনের আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝা বা ব্যাখ্যা করা সহজ হওয়া

চিরসত্য একটি কথা হলো- What mind does not know eye will not see (মন যা জানে না চোখ তা দেখে না)। মানুষের মনে থাকে জ্ঞানের শক্তি Common sense, চিন্তা-শক্তি, প্রয়োগশক্তি, পরিকল্পনা শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, সমস্যা সমাধান করার শক্তি, স্মরণশক্তি, বুঝের শক্তি, ভাষা জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব, ভালোবাসা, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদি। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী- মন (অস্তর/Mind) থাকে সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) অগ্রভাগে (Frontal & Temporal lobe)। তাই, যে বিষয় সম্পর্কে মনে থাকা Common sense-এ আগে থেকে ধারণা নেই সে বিষয়ের কুরআনের আয়াত দেখে পড়ে বা কানে শুনে মানুষ তার সঠিক অর্থ বুঝতে পারে না। আর যার Common sense যতো উৎকর্ষিত সে ততো সহজে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারে। এ কথাগুলো আল্লাহ তা'য়ালার জানিয়ে দিয়েছেন পূর্বে আলোচনাকৃত সূরা হাজ্জের ৪৬ নং (পৃষ্ঠা নং ২৮) এবং সূরা আনফালের ২৯ নং (পৃষ্ঠা নং ২৬) আয়াতের মাধ্যমে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী, মানুষের ব্রেইন তিন অংশে বিভক্ত-

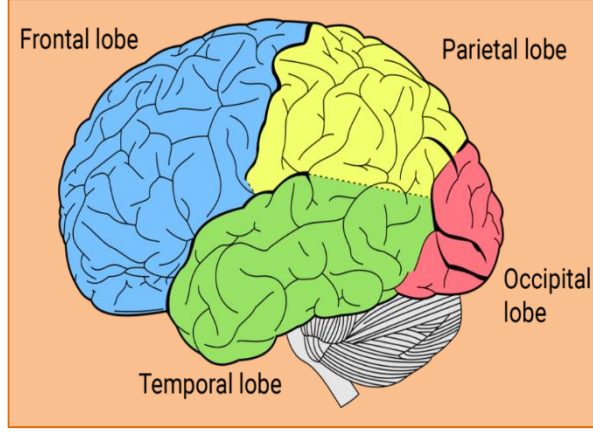
- সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)
- মধ্য ব্রেইন (Mid brain)
- পশ্চাৎ ব্রেইন (Hind brain)

ছবি দেখুন-



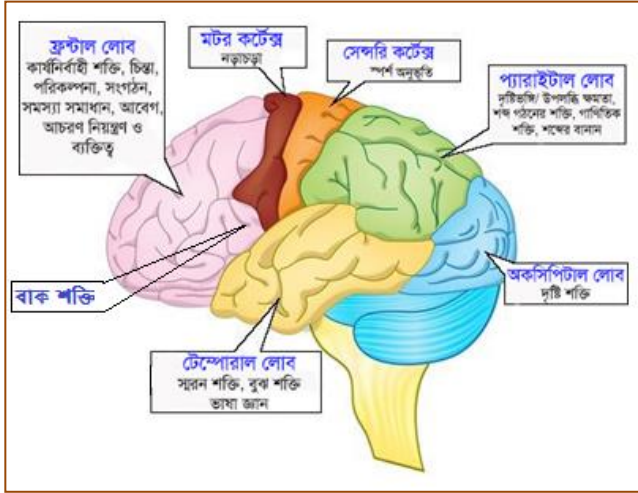
ব্রেইনের বিভিন্ন অংশ

ছবি দেখুন-



সম্মুখ ব্রেইনের বিভিন্ন অংশ

মানুষের মন (অস্তর/Mind) থাকে সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) অগ্রভাগে (Frontal & Temporal lobe)। ছবিটি দেখুন:



৩. ইসলামের বক্তব্য মানা ও অনুসরণ সহজ হওয়া

কোনো তথ্য Common sense সম্মত হলে-

- তা মানা বা গ্রহণ করা সহজ হয়
- মনের প্রশান্তি নিয়ে তা অনুসরণ করা যায়
- তার ওপর অটল থাকা সম্ভব হয়

আর কোনো কথা Common sense বিরুদ্ধ হলে-

- কোনো কারণে মানুষ তা গ্রহণ করলেও তার প্রতি বিশ্বাস দুর্বল থাকে
- সহজে তাকে সে কথার বিপরীত কথা গ্রহণ করানো সম্ভব হয়

তাই, মহান আল্লাহ ইসলামে Common sense এর বাইরের কথা মাত্র কয়েকটি রেখেছেন এবং সেগুলো কীদিয়ে তা স্পষ্ট করে জানিয়েও দিয়েছেন।

আজ অসংখ্য মুসলিম ছেলে-মেয়ে অনৈসলামিক জীবনব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এর একটি প্রধান কারণ হলো, ইসলামের বিষয়গুলোকে Common sense তথা যুক্তিগাহ্যভাবে তাদের কাছে উপস্থাপন করতে না পারা। ফলে মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করার দরুন তারা ইসলামে বিশ্বাস করলেও তাদের বিশ্বাস দুর্বল থেকে যাচ্ছে।

অন্যদিকে Common sense এর চরম বিরুদ্ধ যে সকল কথা ইসলামের কথা হিসেবে মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে (অথচ তা ইসলামের কথা নয়), তা ইসলামের প্রতি বিবেকবান (Sensible) সকল মানুষের বিশ্বাস দুর্বল করে দিচ্ছে।

মানবসভ্যতার জ্ঞান যত বাড়ছে, ততোই কুরআন সূন্নাহ যৌক্তিকভাবে বুঝা সম্ভব হচ্ছে। তাই সভ্যতার নতুন জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে ইসলামের বিষয়গুলোকে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞানের উৎস Common sense ব্যবহার করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নতুনভাবে উপস্থাপন করা সকল চিন্তাশীল ও দরদী মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

আর এ প্রচেষ্টা কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখতে হবে যদি মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করা ছেলে-মেয়েদেরকে অন্য মতবাদ থেকে ফিরিয়ে রাখতে বা অন্য মতবাদের মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে হয়।

৪. সঠিক গবেষণার বিষয় (Subject) খুঁজে পাওয়া

আল কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ কুরআন তথা ইসলামের বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা (Research) করতে বলেছেন। এর একটি জায়গার বক্তব্য হলো-

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

অনুবাদ: তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? নাকি তাদের মনে তালা পড়ে গিয়েছে।

(মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানি এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা (Research) করতে বলার তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াতসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়- মহান আল্লাহ কুরআনের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে অপরিসীম গুরুত্ব

দিয়েছেন। আর ঐ চিন্তা-গবেষণা করার জন্যে কোনো ব্যক্তি, কাল ও বিষয়কে নির্দিষ্ট করে দেননি। অর্থাৎ চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন যেকোনো কালের, যেকোনো ব্যক্তিকে, যেকোনো (জাগতিক ও ধর্মীয়) বিষয় নিয়ে।

মানবসভ্যতার উন্নতি, প্রগতি ও শান্তির জন্য গবেষণা চালু রাখার প্রয়োজন তিন কারণে-

১. গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক বিষয় আবিষ্কার করে মানব সভ্যতার কল্যাণ ও উন্নতি করা।
২. কুরআন ও সুন্নাহ বিরুদ্ধ যে সকল ভুল কথা মানবসমাজে চালু আছে এবং যা দিয়ে মানবসভ্যতার ক্ষতি হচ্ছে, সেগুলো সনাক্ত করা এবং গবেষণার মাধ্যমে সে বিষয়ের সঠিক তথ্য উদ্ঘাটন ও প্রচার করা।
৩. কুরআনে সত্যতা প্রমাণিত হওয়া।

বিজ্ঞানের সফট কপি (Soft copy) আছে প্রকৃতিতে। আর বিজ্ঞানের হার্ড কপি (Hard copy) হলো কুরআন। কুরআনের বিজ্ঞানের বিষয়গুলো উল্লিখিত আছে সংক্ষিপ্ত আকারে বা ইংগিতে। তাই গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানের যে বিষয় আবিষ্কৃত হবে সেটি সঠিক হলে তা কুরআনে উল্লেখ থাকা ঐ বিষয়ের তথ্যের সাথে মিলে যাবে। এর ফলে কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হবে। এ তথ্যটি মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সূরা হা-মিম-আস সাজদার ৫৩ নং আয়াতের মাধ্যমে।

গবেষণার প্রধান সমস্যা হলো- সঠিক বিষয় নির্বাচন করা। বিষয়টি যদি সঠিক না হয় তবে মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর গবেষণা করে ফলাফল হবে শূন্য। দয়াময় আল্লাহ মানবজাতির এই সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন মানুষকে Common sense দিয়ে এবং আল কুরআনে বিভিন্ন ধরনের তথ্য বিভিন্নভাবে উল্লেখ করে।

Common sense এবং কুরআনের আলোকে সঠিক গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করার পদ্ধতিসমূহ হচ্ছে-

- ক. কুরআনে যে সকল অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় উল্লেখ আছে, সেগুলো নিয়ে গবেষণার কোনো দরকার নেই। কারণ সূরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন ঐ সকল বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ গবেষণা করে কখনই উদ্ঘাটন করতে পারবে না বরং তাতে ভুল বিষয় উদ্ঘাটিত হবে এবং মানবজাতির অকল্যাণ হবে। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের কয়েকটি হলো- বেহেশত-দোযখ, ফেরেশতা, আল্লাহর আরশ, হুর- গেলমান ইত্যাদি।

কিছু কিছু সূরার শুরুতে এক বা একাধিক অক্ষরবিশিষ্ট যে শব্দ থাকে সেগুলোও মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- ص، الم، ইস্যাদি।

খ. যে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) বিষয় আল কুরআনে অস্পষ্ট বা ব্যাপক অর্থবোধকভাবে উল্লেখিত আছে সেগুলো হবে গবেষণার বিষয়। ঐ বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করলে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে এবং তাতে মানবসভ্যতার কল্যাণ হবে। আর ঐ বিষয়গুলো যেমন হতে পারে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি তেমনই তা হতে পারে ধর্মীয় বিষয়। এ ধরনের বিষয়ের কয়েকটি হলো- লোহায় আছে প্রচণ্ড শক্তি, লোহায় আছে নানাবিধ কল্যাণ, যথাসাধ্য সমরশক্তি, পৃথিবীতে যত পবিত্র জিনিস আছে তা খাও ইত্যাদি।

গ. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে সকল Common sense বিরুদ্ধ কথা ইসলামের কথা হিসেবে মুসলিম সমাজে চালু আছে সে সকল কথাও হবে গবেষণার বিষয়। কারণ, সূরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, কুরআনে তথা ইসলামে এমন কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) কথা নেই যা চিরন্তনভাবে মানুষের Common sense এর বাইরে থাকবে। তাই ঐ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে বিষয়গুলোর ব্যাপারে ইসলামের সঠিক তথ্যটি একদিন না একদিন উদঘাটিত হবে এবং তাতে মুসলমানদের ও মানব সভ্যতার কল্যাণ হবে। এ ধরনের বিষয়ের কয়েকটি হলো- অর্থছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী, ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু ছোঁয়া যাবে না, সকল কিছুর ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত ইত্যাদি।

Common sense-এর দোষ ও গুণ

Common sense-এর দোষ

Common sense এর দোষ হলো শিক্ষা ও পরিবেশের দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া।

Common sense-এর গুণসমূহ

১. সকলের কাছে সকল সময় উপস্থিত থাকে
২. Common sense এর মাধ্যমে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত পৌঁছানো সহজ
৩. সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সময় খুবই কম লাগে
৪. ব্যবহার করতে অর্থ খরচ হয় না
৫. Common sense এর রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক হয় তথা কুরআন ও হাদীসের সঙ্গে মিলে যায়।

Common sense অবদমিত ও উৎকর্ষিত হওয়ার পদ্ধতি এবং মাত্রা

Common sense অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি এবং মাত্রা

বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশে Common sense অবদমিত হয় কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। এর প্রমাণ হলো-

বাস্তবতা

বাস্তব তথ্য-১

সাধারণ নৈতিকতার সকল বিষয়ে সব ধর্মের মানুষের মত অভিন্ন। এটি প্রমাণ করে যে, বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশে আল্লাহ প্রদত্ত Common sense অবদমিত হয় কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

বাস্তব তথ্য-২

পৃথিবীতে মুসলিম থেকে অমুসলিম হয় না বললেই চলে। যা হয় তাও মিথ্যা তথ্য বা আর্থিক লোভ-লালসায় ধোঁকায় পড়ে হয়। কিন্তু অমুসলিম থেকে মুসলিম হওয়ার সংখ্যা অসংখ্য। কারণ, সঠিক পরিবেশ ও তথ্য পেয়ে অমুসলিমদের সুপ্ত বা অবদমিত ইসলামী বিবেক জেগে ওঠে তাই তারা মুসলিম হয়ে যায়।

আল কুরআন

পূর্বে উল্লিখিত (পৃষ্ঠা নং ৩১) সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে থাকা কাফির ব্যক্তি ও জাহান্নামের পাহারাদারদের মধ্যকার কথোপকথন থেকে আমরা জেনেছি যে- দুনিয়ায় কাফির ব্যক্তির যদি তাদের Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করে চলতো তবে তাদের জাহান্নামে যেতে হতো না। শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে কাফিরদের Common sense অনেকটা অবদমিত হয়ে যায়। কিন্তু কুরআন বলছে ঐ অবদমিত Common sense-কেও যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তাদের জাহান্নামে যেতে হতো না।

তাই এ আয়াত থেকে বোঝা যায়- শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে Common sense অবদমিত হলেও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

Common sense উৎকর্ষিত হওয়ার পদ্ধতি এবং মাত্রা

সঠিক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে Common sense উৎকর্ষিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে তা কুরআন ও সুন্নাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তবে তা কখনও কুরআন-সুন্নাহর সমান হয় না। অর্থাৎ ব্যক্তির Common sense যতো উৎকর্ষিত হতে থাকবে তার Common sense রায়ও ততো অধিক সঠিক হতে থাকবে। কিন্তু তার সকল রায় কখনও সঠিক হবে না।

পৃথিবীতে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় জানা মানুষের সংখ্যা

বিশ্বের মুসলিমদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় পৃথিবীতে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় জানা মানুষের সংখ্যা নিম্নের কোনটি হবে-

১. অনেক
২. খুব কম
৩. প্রায় শূন্য
৪. বলা কঠিন

প্রায় সকল মুসলিম উত্তর দিবেন প্রায় শূন্য। কিন্তু এ উত্তর সঠিক নয়।

আল কুরআনের সূরা বাকারার ২৬নং আয়াতে সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছে থেকে আসা সত্য বিষয় (শিক্ষা) বলা হয়েছে। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণকে কুরআন অন্য উদাহরণের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তাই, চলুন চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি সত্য উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করা যাক।

MBBS পাশ করা একজন চিকিৎসককে সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসক (General Physician) বলা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল বড় দিকের (Anatomy, Physiology, Pathology, Pharmacology, Community Medicine, Forensic Medicine, Internal Medicine, Surgery, Gynae-Obstetrics, Radiology, Ophthalmology, ENT ইত্যাদি) মৌলিক জ্ঞান না থাকলে একজন ছাত্রকে MBBS পরীক্ষায় পাশ করানো হয় না। অর্থাৎ একজন সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল বড় দিকের মৌলিক জ্ঞান থাকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষক হলো মানুষ। আর Common sense-এর শিক্ষক হলেন মহান আল্লাহ। রুহের জগতে শাহী দরবারে নিজে ক্লাস নিয়ে তিনি মানুষকে Common sense-এর জ্ঞানের বিষয়গুলো শিখিয়েছেন (সূরা বাকারা আয়াত নং ৩১)। মানুষ কর্তৃক শিক্ষা দেয়া একজন সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল বড় দিকের মৌলিক জ্ঞান থাকে। তাই আল্লাহ তা'য়ালার কর্তৃক শিক্ষা দেয়া একজন সাধারণ জ্ঞানী মানুষের (Common sense-ধারী মানুষ) ইসলামের সকল বড় দিকের মৌলিক জ্ঞানসমূহ থাকবে এটা বলা ও মানা খুবই সহজ।

তাই, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় জানে। অন্যকথায় পৃথিবীতে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় না জানা মানুষের সংখ্যা হলো Common sense কার্যকর না থাকা মানুষের সংখ্যার সমান। অর্থাৎ পৃথিবীর পাগল ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের সংখ্যার সমান।

সাধারণ নৈতিকতার অসংখ্য কথা যেমন- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা মহাপাপ, মানুষের ক্ষতি করা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অন্যায়, ঘুষ খাওয়া অপরাধ ইত্যাদি ইসলামের কথা। এ বিষয়গুলো পৃথিবীর সকল Common sense-ধারী মানুষ জানে।

নিজ Common sense-এর রায়কে বিনা যাচাইয়ে অগ্রাহ্য করার গুনাহ/ক্ষতি

যুক্তি

Common sense সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া এক অতি বড় নিয়ামত। তাই, সহজে বলা যায়- বিনা যাচাইয়ে Common sense-কে অগ্রাহ্য করলে তথা Common sense-এর বিরুদ্ধ বা বাইরের কথা যাচাই না করে মেনে নিলে আল্লাহর এক অতি বড় নিয়ামত অস্বীকার করার গুনাহ হওয়ার কথা।

আল কুরআন

তথ্য-১

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ .

অনুবাদ: এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের নিয়ামত (যথাযথভাবে ব্যবহার করা না করা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(তাকাসুর/১০২ : ০৮)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত থেকে জানা যায়, পরকালে আল্লাহর দেয়া নিয়ামত যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সকল মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে তথা হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া এক অপূর্ব নিয়ামত হলো Common sense। তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়- শেষ বিচারের দিন দুনিয়ায় Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

তথ্য-২

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مَشْهُورًا .

অনুবাদ: নিশ্চয় কান, চোখ ও মন (মনে থাকা Common sense) এ প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(বনী ইসরাইল/১৭ : ৩৬)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের আলোকে সহজে বুঝা যায় যে- শেষ বিচারের দিন শ্রবনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense ব্যবহার সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

এ ৩টি শক্তির ব্যবহারের যে দিকটি সম্পর্কে জবাবদিহি করার বিষয়টি সহজে বোঝা যায় এবং চালুও আছে তা হলো- শ্রবণশক্তি দিয়ে যা শুনতে নিষেধ করা হয়েছিল তা শোনা হয়েছিল কিনা, দৃষ্টিশক্তি দিয়ে যা দেখতে নিষেধ করা হয়েছিল তা দেখা হয়েছিল কিনা এবং Common sense ব্যবহার করে যা বোঝার চেষ্টা করতে নিষেধ করা হয়েছিল তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছিল কিনা।

কিন্তু এ ৩টি শক্তির ব্যবহারের যে দিকটি সম্পর্কে জবাবদিহি করার বিষয়টি একেবারে প্রচার পায়নি তা হলো- এ তিনটি শক্তির দেয়া রায়কে কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির কথায় যাচাই না করে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল কিনা সেটি বিচারের আওতায় আসা। যেমন-

- ব্যক্তি নিজ কানে একটি কথা শুনেছে কিন্তু একজন বড় ব্যক্তির ঐ বিষয়ে বলা বিপরীত কথা বিনা যাচাইয়ে মেনে নেয়া হয়েছিল কিনা
- ব্যক্তি নিজ চোখে একটি জিনিস দেখেছে কিন্তু একজন পণ্ডিত ব্যক্তির ঐ বিষয়ে বলা বিপরীত কথা বিনা যাচাইয়ে মেনে নেয়া হয়েছিল কিনা
- কোনো বিষয়ে ব্যক্তির নিজ Common sense-এর রায়কে বিনা যাচাইয়ে অগ্রাহ্য করে অন্যকোনো পণ্ডিত ব্যক্তির ঐ বিষয়ে দেয়া বিপরীত রায়কে মেনে নেয়া হয়েছিল কিনা

তথ্য-৩

فِي أَيِّ الْأَعْيُنِ رُبَّمَا تَكْذِبُ

অনুবাদ: অতএব আল্লাহর কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

(আর-রহমান/৫৫ : ৩১ বার)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়- মহান আল্লাহর দেয়া কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করলে কুফরী ধরনের গুনাহ হবে। যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় জানে। তাই, ইসলাম জানা নেই মনে করে অন্যের দেয়া নিজ Common sense-এর বিপরীত রায় বিনা যাচাইয়ে মেনে নিলে, আল্লাহর দেয়া একটি বড় নিয়ামতকে (Common sense) অস্বীকার করা হবে। আর তাই এতে কুফরী ধরণের কবীরা গুনাহ হবে।

তথ্য-৪

وَلَوْ أَنَّا زُلْنَا لَأَيُّهَا الْمَلَائِكَةُ وَكَلِمَهُمُ الْمَوْتِيُّ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيَوْمٍ مِّنْهُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ .

অনুবাদ: আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা ঈমান আনতে পারবে না, আল্লাহর (অতাত্মক্ষণিক) ইচ্ছা ব্যতীত; কারণ, তাদের অধিকাংশই জাহিলীভাবে চলা ব্যক্তি।

(আন'আম/৬ : ১১১)

ব্যাখ্যা: জাহিলীভাবে চলা ব্যক্তি হলো Common sense ব্যবহার না করে চলা ব্যক্তি। তাই, এ আয়াতের শিক্ষা হলো- যারা Common sense ব্যবহার করে না তাদের সামনে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করলেও আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তারা ঈমান আনতে পারবে না।

তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- জীবন পরিচালনার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশী মনে Common sense-এর বিপরীত কাজ করলে ঈমান থাকবে না। অর্থাৎ এটিতে কুফরী গুনাহ হবে।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَطْوَرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعَهُ.

অনুবাদ: ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবু উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন- আবু উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স.)কে জিজ্ঞাসা করল, ঈমান কী? রাসূল (স.) বললেন, যখন সৎ কাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুন:জিজ্ঞাসা করল, হে রাসূল! গুনাহ কী? যে কাজ করতে তোমার অন্তরে বাধে (নিষেধ করবে) সেটি গুনাহ এবং তা ছেড়ে দেবে।

হাদীসটির সনদ, মতন ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

- ◆ ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।
- ◆ মুসনাদে আহমদ, আবু 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, *تتمة مسند الأنصار* (আনসার সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ الصَّدِّيِّ بْنِ عَجَلَانَ بْنِ عَمْرِو وَيُقَالُ: ابْنُ وَهْبٍ الْبَاهِلِيُّ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আবু উমামা আল-বাহেলী'র হাদীস), ১২শ খণ্ড, হাদীস নং ২২০৬৬, পৃ. ৪৩৮।

ব্যাখ্যা: হাদীসটির একটি তথ্য হলো- যাকে সৎকাজ আনন্দ দেবে এবং অসৎ কাজ পিড়া দেবে সে মু'মিন। সৎকাজ আনন্দ ও অসৎকাজ পীড়া দেয় সেই ব্যক্তিকে যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন যে, Common sense জাগ্রত থাকার বিষয়টি ঈমান থাকা না থাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই হাদীসখানির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়- নিজ Common sense-এর বিপরীত রায় বিনা যাচাইয়ে মেনে নিলে কুফরী ধরণের কবীরা গুনাহ হবে।

Common sense-এর দুর্বলতা থেকে ক্ষতি এড়ানোর উপায়

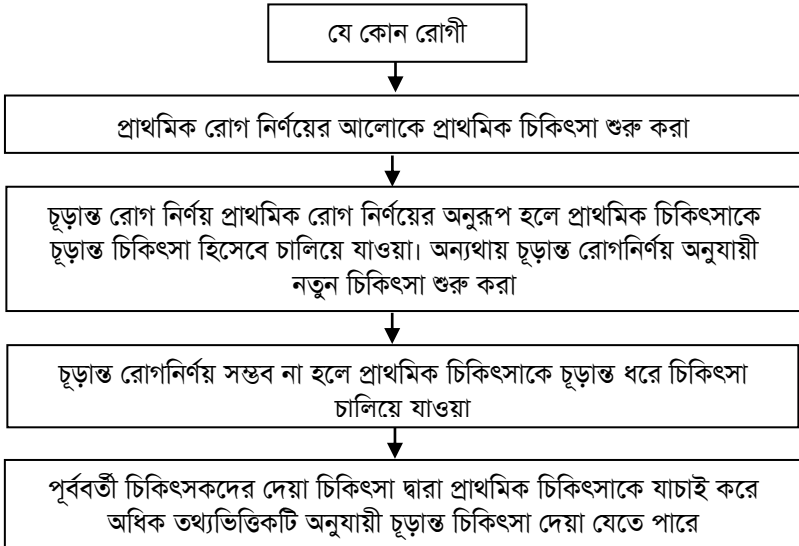
আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও Common sense। এ তিনটি উৎসের মধ্যে পার্থক্য হলো-

- **কুরআন:** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান
- **সুন্নাহ (হাদীস):** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা
- **Common sense:** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান

সাধারণ জ্ঞানের সাথে প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে সাধারণ জ্ঞানের দুর্বলতা কাটিয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের উদাহরণ-

উদাহরণ-১

❖ চিকিৎসা বিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) পদ্ধতি



উদাহরণ-২

❖ রাষ্ট্রের দুষ্ট লোক আটকানোর পদ্ধতি

সকল পুলিশ তাকে শেখানো সাধারণ জ্ঞানের আলোকে দুষ্টলোককে আটকানোর বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা (হাজতে রাখা) নেয়।

বিচারক প্রমাণিত জ্ঞানের (সাক্ষী বা অন্য প্রমাণ) ভিত্তিতে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা (শাস্তি বা মুক্তি দেয়া) নেয়।

উদাহরণ দু'টির আলোকে সহজে বলা যায়- আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান তথা Common sense-এর সাথে আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান তথা কুরআন ও সুন্নাহ ব্যবহার করে Common sense-এর দুর্বলতা কাটিয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ-

যে কোনো বিষয়

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেয়া এবং সে অনুযায়ী **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেয়া

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেয়া)

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাক্থ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেয়া)

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) সঠিক বলে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ করা এবং প্রাথমিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নেয়া ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া

মনীষীদের ইজমা-কিয়াস দ্বারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে- ‘আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)’ শিরনামের বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-১২)।

যে অভিনব উপায়ে Common sense-কে জ্ঞানের উৎসের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে

প্রথমে মু’তাজিলা (প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবনে আতা, জীবনকাল: ৮০-১৩১ হিঃ) নামের একটি দল তৈরি করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর চেয়ে Common sense অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রচার করা হয়। অর্থাৎ মু’তাজিলাদের মাধ্যমে প্রচার করানো হয়- কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-এর দ্বন্দ্ব হলে কুরআন ও সুন্নাহর রায় বাদ দিয়ে Common sense-এর রায়কে গ্রহণ করতে হবে।

এ কথায় সকল মুসলিম যখন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো তখন অন্যদের মাধ্যমে ‘Common sense জ্ঞানের কোনো ধরনের উৎস হওয়ার যোগ্য নয়’- কথাটি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে। এ কর্মনীতি দুষ্টদের একটি অতিপ্রিয় কর্মনীতি। কর্মনীতিটি হলো- If you want to kill a good dog give him a bad name and then kill him (যদি তুমি একটি ভালো কুকুরকে মারতে চাও তবে প্রথমে তার নামে একটি বদনাম প্রচার করে দাও। তারপর সেটি মেরে ফেল)।

জ্ঞানের উৎসের তালিকা থেকে Common sense বাদ যাওয়ায় যে ক্ষতি হয়েছে

ক্ষতি-১

শারীরিক AIDS রোগ হয় জন্মগতভাবে পাওয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অবদমিত হওয়ার কারণে। আর জ্ঞানের AIDS রোগ হয়, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের ভুল প্রতিরোধ ক্ষমতা Common sense অবদমিত হওয়ার কারণে। শারীরিক AIDS রোগ হলে ছোট-খাট জীবাণুও রোগ সৃষ্টি করে এবং সে রোগে মানুষ মারা যায়। আর জ্ঞানের AIDS রোগ হলে জন্মগতভাবে পাওয়া Common sense অবদমিত হয়। ফলে ছোট শয়তানরাও জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেয়।

তাই, Common sense-কে (বোধশক্তি, বিবেক বা আকল) জ্ঞানের উৎস থেকে বাদ যাওয়ার কারণে ছোট ইবলিস ও তার দোসররা মুসলিমদের জ্ঞানকে লগু-ভগু করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। আর এটি মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অধঃপতনের মূল কারণ।

ক্ষতি-২

সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির ফলে উন্নত হওয়া Common sense ব্যবহার করে কুরআন-সুন্নাহর যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখতে মুসলিমরা ব্যর্থ হয়েছে।

ক্ষতি-৩

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি (কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense) ব্যবহার করে ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের যে অসাধারণ প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) কুরআন-হাদীসে উপস্থিত আছে তা মুসলিমরা তৈরি ও প্রচার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

Common sense এবং আল্লাহর সাথে কথা বলা ও জ্ঞান অর্জন করা

বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা বলার কোনো উপায় আছে কী? যারা ইসলাম সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা রাখেন তাদের সকলে উত্তর দিবেন- আছে এবং সেটি হলো সালাতে দাড়িয়ে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা আদান প্রদান করা। এ কথাটি সহীহ হাদীসে এসেছে। আর ঐ হাদীসে বলা হয়েছে- সালাত হলো আল্লাহর সাথে বান্দার সাক্ষাত। ঐ সাক্ষাতে আল্লাহর সাথে সালাত আদায়কারীর কথা আদান প্রদান হয়। সালাত আদায়কারীর কথাটি সূরা ফাতিহার আয়াতে লেখা আছে। আর আল্লাহর কথাটি উহ্য আছে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো- আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদানসহ অনেক বিষয়ে হাদীসের বক্তব্য অনেকেই জানে। কিন্তু একই বিষয়ের কুরআনে থাকা কথা অধিকাংশ মুসলিম জানে না।

আসুন আমরা দেখি আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা বলা এবং জ্ঞান লাভ করার বিষয়টি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য আসলে কী?

বাস্তবতা

বাস্তব অবস্থা-১

দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই উত্তর দেন বিষয়টি একটু ভেবে দেখি পরে জানাবো। ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার পর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিটি প্রশ্নকারীকে উত্তরটি জানিয়ে দেন। ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার বিষয়টি কীভাবে ঘটে তা পরে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যায় আসছে।

বাস্তব অবস্থা-২

বিজ্ঞান ও কুরআন গবেষণা যারা করেন তাদেরকে একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার পথপরিক্রমায় সঠিক না হওয়ার কারণে বার বার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়। কুরআন গবেষণা করতে গিয়ে আমার নিজের জীবনেও অনেকবার এটি ঘটেছে। বিষয়টি কীভাবে ঘটে তাও পরে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যায় আসছে।

আল কুরআন

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ط

‘ওহী’ শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে আয়াতখানির সরল অনুবাদ- কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে (সামনা-সামনি) কথা আদান-প্রদান করবেন; (আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান হতে পারে) ওহী-এর মাধ্যমে বা পর্দার অন্তরালে থেকে অথবা প্রেরিত দূতের (জিব্রাইল ফেরেশতা) মাধ্যমে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন।

(শূরা/৪২ : ৫১)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: বিভিন্ন তাফসীরে আয়াতখানির বিভিন্ন ধরনের অর্থ ও ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। কিন্তু তা প্রকৃত ব্যাখ্যা থেকে অনেক দূরে।

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে প্রথমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- শারীরিক গঠনে দুর্বলতার কারণে কোনো মানুষের সাথে আল্লাহর সামনা-সামনি কথা আদান-প্রদান হতে পারে না।

এরপর জানানো হয়েছে মানুষের সাথে তিনটি উপায়ে আল্লাহর কথা আদান-প্রদান হতে পারে-

১. ‘ওহী’-এর মাধ্যমে
২. পর্দার অন্তরালে থেকে
৩. জিব্রাইল ফেরেশতার আনা ‘ওহী’-এর মাধ্যমে।

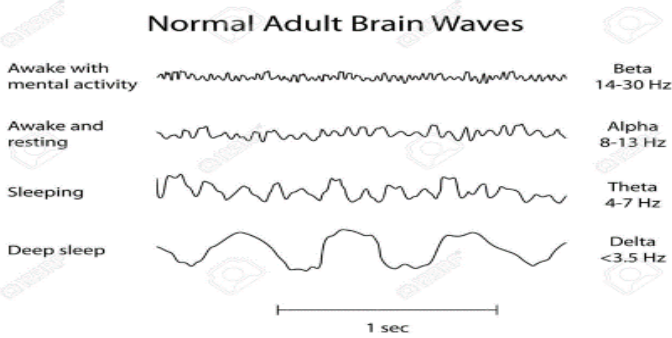
আল্লাহ তা’য়ালার নবী-রাসূলগণের সাথে এ তিনটি উপায়ে কথা আদান-প্রদান করেছেন এবং নবী-রাসূলগণ এ তিনটি উপায়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন। আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পর্দার অন্তরালে থেকে বা জিব্রাইল ফেরেশতার আনা ‘ওহী’-এর মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হওয়া সম্ভব নয়। তাই, আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহর সাথে সাধারণ মানুষের কথা আদান-প্রদান এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে এক বিশেষ ধরনের ‘ওহী’-র মাধ্যমে।

বর্তমান যুগে বুঝা যায়, ঐ বিশেষ ধরনের ‘ওহী’ হলো- SMS বা স্কুদে বার্তা। তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কথা

আদান-প্রদান এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে SMS (স্কুদে বার্তা) আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

SMS (স্কুদে বার্তা) আদান-প্রদানের মানুষের আবিষ্কৃত পদ্ধতি- SMS বা স্কুদে বার্তা পাঠাতে হয় কোনো একটি মোবাইল সেট থেকে। মোবাইল সেট থেকে বার্তাটি ইলেক্ট্রনিক্সগনৈতিক ওয়েভ আকারে প্রথমে যায় স্যাটেলাইটের সার্ভারে (Server)। সার্ভার বার্তাটি একইভাবে পাঠিয়ে দেয় যার কাছে বার্তাটি পাঠানো হয়েছে তার মোবাইল সেটে। গ্রহণকারী সেটের পর্দায় ইলেক্ট্রনিক্সগনৈতিক ওয়েভটি অক্ষর ও শব্দ আকারে ফুটে ওঠে।

আল্লাহর সাথে মানুষের SMS আদান-প্রদান পদ্ধতি- আল্লাহর সাথে মানুষের SMS আদান-প্রদান হয় আল্লাহর তৈরি করে রাখা জ্ঞানের সার্ভারের (Server) এবং মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense এর মধ্যে। SMS করতে ID নাম্বার বা মোবাইল নাম্বার লাগে। প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া ID নাম্বার বা মোবাইল নাম্বার হলো DNA নাম্বার। আল্লাহর তৈরি জ্ঞানের সার্ভারে মানুষের জীবনে যত প্রশ্ন আসা সম্ভব তার সবগুলোর উত্তর মেমোরী আকারে দেয়া আছে।



মানুষের মনে যখন কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তখন ব্রেইনের সম্মুখ অংশের অগ্রভাগে বিদ্যুতের একটি ওয়েভ (চেউ) তৈরি হয়।

আল্লাহর সার্ভার ঐ ওয়েভ অনুধাবন (Sense) ও বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারে মানুষটি কী প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। সার্ভার এটিও বুঝতে পারে কোন DNA নাম্বার থেকে প্রশ্নটি এসেছে। আল্লাহর সার্ভার প্রশ্নটির উত্তর ঐ DNA নাম্বার ধারণকারী মানুষটির মনে স্কুদে বার্তা আকারে পাঠিয়ে দেয়। তবে এই স্কুদে বার্তার সঠিক তথ্যটি উদ্ধার করার ক্ষমতা সকল মানুষের সমান নয়। মানুষের মনে থাকা Common sense যার যতো উৎকর্ষিত হবে সে ঐ স্কুদে বার্তা ততো

সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। Common sense উৎকর্ষিত হয় কুরআন, হাদীস, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য ঘটনা ও সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য কাহিনীর আলোকে জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে।

ক্ষুদে বার্তার যে 'বুঝ' গ্রহণযোগ্য হবে বা হবে না-

১. গ্রহণযোগ্য হবে- কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূর্ণ বা অতিরিক্ত বুঝ
২. গ্রহণযোগ্য হবে না- কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত বুঝ

আল হাদীস

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيُرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي " قَالَ: «وَيُسَبِّحُ حَاجَتَهُ.

অনুবাদ: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) আমাদেরকে সব কাজে ইস্তিখারা করতে বলতেন। যেমন করে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন- তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার চিন্তা-ভাবনা করলে সে যেন আগে ফরজ নয় এমন (নফল) দুরাকাত সালাত আদায় করে নেয় এবং সালাত শেষে যেন এই দু'আ পড়ে "হে আল্লাহ! আমি (এ কাজটি করা না করার সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়ে) আপনার জ্ঞান থেকে জ্ঞান লাভ করে কল্যাণ পাওয়ার প্রার্থনা করছি। আপনার (সকল ধরনের) শক্তি থেকে শক্তি কামনা করছি এবং অপার করুণা ভিক্ষা করছি। কারণ, আপনি পারেন আমি পারি না, আপনি (সকল) জ্ঞান রাখেন আমি রাখি না এবং আপনি অদৃশ্যের বিষয়ে মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য কল্যাণকর হবে তাহলে আমার জন্য এ কাজে আপনার নির্ধারিত (সফল হওয়ার) প্রাকৃতিক আইন (জানা, বুঝা ও অনুসরণ করা) সহজ করে দিন। অতঃপর তাতে বরকত দান করুন। আর আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য অকল্যাণকর হবে

তাহলে তা আমার থেকে দূরে রাখুন এবং আমাকেও তা হতে দূরে রাখুন। অতঃপর আমার জন্য যা কল্যাণকর তার ব্যবস্থা করুন সেটি যাই হোক না কেন। এরপর আমাকে তার প্রতি সম্ভ্রষ্ট চিত্ত করে তুলুন। তিনি বলেছেন- هَذَا الْأُمْرُ (এই বিষয়টি) এর স্থলে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ : বুখারী, নফল সালাত দুরাকাত দুরাকাত করে আদায় করা অধ্যায়, হাদীস নং- ১১৬২ এবং মুসলিম, সালাতুল ইস্তিখারা অধ্যায়, হাদীস নং- ৪৮০)

ওমর (রা.)-এর করা একটি ইস্তিখারা

ওমর ফারুক (রা.) এর সময় বিচ্ছিন্ন থাকা হাদীস সম্পদ সংকলন করার প্রশ্ন প্রথম উত্থাপিত হয়। ওমর (রা.) নিজেই এ বিরাট কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বিষয়টি নিয়ে অন্যান্য সাহাবীর সাথে পরামর্শ করেন। মুসলিমরা তাঁর অনুকূলেই পরামর্শ দেন। কিন্তু পরে তাঁর নিজের মনে এ সম্পর্কে দ্বিধা ও সন্দেহ উদ্বেক হওয়ায় এক মাস ধরে চিন্তা-ভাবনা ও ইস্তিখারা করেন। পরে তিনি নিজেই একদিন বললেন-

إِنِّي كُنْتُ ذَكَرْتُ لَكُمْ مِنْ كِتَابَةِ السُّنَنِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ. ثُمَّ تَذَكَّرْتُ فَإِذَا أَنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ قَدْ كَتَبُوا مَعَ كِتَابِ اللَّهِ كُتُبًا فَكَبُّوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ وَآتَى وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ فَتَرَكَ كِتَابَ السُّنَنِ.

অনুবাদ: আমি তোমাদের হাদীস লিপিবদ্ধ ও সংকলিত করার কথা বলেছিলাম এ কথা তোমরা জান। কিন্তু পরে মনে পড়লো তোমাদের পূর্বের আহলে কিতাবের কিছু লোক আল্লাহর কিতাবের সাথে তাদের নবীর কথা সংকলিত করে কিতাব রচনা করেছিল। অতঃপর আল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ করে তার প্রতি ঝুকে পড়েছিল। আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর কিতাবের সাথে কোনো কিছু মিশাবো না। অতঃপর তিনি হাদীস সংকলিত করার সংকল্প ত্যাগ করেন।

(মুকাদ্দামুতু তানভীরুল হাওয়ালী- শরাহ মুয়াত্তা ইমাম মালেক, পৃষ্ঠা-২; তকিয়াতুল ইলম, পৃষ্ঠা-৫০; জামেউ বায়ানিল ইলম, পৃষ্ঠা-৬৪; কানজুল উম্মাল, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২২৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: ইস্তিখারা সম্পর্কিত হাদীস এবং ওমর (রা.)-এর করা ইস্তিখারাটি পর্যালোচনা করলে সহজে বুঝা যায়- ইস্তিখারা সালাতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো তিন কালের সকল জ্ঞানের আধার আল্লাহ তা'য়ালার কাছে চাওয়ার মাধ্যমে উত্তর পাওয়া যে- কাজটি করার সিদ্ধান্ত নেয়া কল্যাণকর হবে কি না।

অতঃপর কাজটি শুরু করলে তাতে সফল হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর যে প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন নির্ধারণ করা আছে তা জানা-বুঝার জন্য দিকনির্দেশনা

এবং কাজটি বাস্তবায়নের জন্য যেখানে যে ধরনের শক্তি দরকার তা লাভের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

ইস্তিখারার মাধ্যমে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে কথার আদান-প্রদান হয় SMS তথা ক্ষুদ্রে বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যমে। এ আদান-প্রদান কী পদ্ধতিতে হয় সেটি ওপরে বর্ণিত সূরা গুরার ৫১নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Common sense বিরুদ্ধ কিছু কথা ও আমল যা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং ইসলামের অপরিসীম ক্ষতি করছে

Common sense বিরুদ্ধ অসংখ্য কথা বর্তমান মুসলিম সমাজে ইসলামের কথা হিসেবে ব্যাপকভাবে চালু আছে। সহজেই বোঝা যায় তা মুসলিমদের অপরিসীম ক্ষতি করেছে, করছে এবং চালু থাকলে ভবিষ্যতেও করবে। চলুন, এখন সংক্ষিপ্তভাবে ঐ ধরনের কিছু কথা পর্যালোচনা করা যাক-

১. কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অন্য অনেক আমল যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদির তুলনায় কম বা সমান এবং তা সকলের জন্যে ফরজ নয়

এ কথাটি মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে চালু থাকার প্রমাণ হলো- যে সকল মুসলিম নিষ্ঠার সঙ্গে সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি পালন করছে তাদের অধিকাংশের কুরআনের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান না থাকা।

কোনো কাজ করে সফল হতে হলে প্রথমে সে কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয়, বিশেষ করে মৌলিক বিষয়গুলো, নির্ভুল উৎস বা সর্বাধিক নির্ভুল উৎস হতে জানতে হবে এটি একটি সহজ বোধগম্য কথা। আর যেকোনো কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে এটিই যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা অতি সহজ Common sense সম্মত কথা।

ইসলামের উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের সকল মৌলিক বিষয়ের একমাত্র নির্ভুল উৎস হলো আল কুরআন। তাই একজন মুসলিম, যে ইসলাম অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে চায় তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে পুরো কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা। এটি একটি সহজ বোধগম্য Common sense সম্মত কথা।

তাই ইসলামের অন্য কোনো আমল কুরআনের জ্ঞান অর্জনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কুরআনের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যে ফরজ নয় (ফরজে কিফায়া), এ কথাটি সম্পূর্ণ Common sense বিরুদ্ধ কথা। কুরআন ও সুন্নাহ, Common sense-কে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। তাই, কুরআন ও

সুন্নাহে এমন বিষয় না থাকারই কথা। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ‘মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ’ নামক বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৪)।

২. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী

এ কথাটিও মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং এর প্রভাবে অগণিত মুসলিম বেশি বেশি সওয়াব কামাই করার উদ্দেশ্যে না বুঝে কুরআন পড়ে বা খতম দিয়ে যাচ্ছে। ফলে তারা কুরআন পড়া সত্ত্বেও কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকছে। তাই, শয়তান ইসলামের কথা বলে অনেক অনৈসলামিক কথা সহজেই তাদের গ্রহণ করাতে ও আমল করাতে সফল হয়েছে এবং হচ্ছে।

সওয়াব অর্থ লাভ। দশ নেকী অর্থ দশ গুণ লাভ। কোনো গ্রন্থ অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়লে দশ গুণ লাভ হয় এটি একটি চরম Common sense বিরুদ্ধ কথা। তাই এমন একটি কথা ইসলামে না থাকারই কথা।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ‘ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?’ নামক বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৭)।

৩. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে, কিন্তু স্পর্শ করা যাবে না

এ কথাটিও মুসলিমরা ব্যাপকভাবে জানে ও মানে। একজন মানুষের জাগ্রত অবস্থার বেশির ভাগ সময় ওজু থাকে না। তাই কথাটি একজন মুসলিমের জাগ্রত জীবনের বেশির ভাগ সময় কুরআন ধরে পড়ার পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। অর্থাৎ এ কথাটি মুসলিমদের কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়ে দারুণভাবে ক্ষতি করছে।

কোনো গ্রন্থ পড়ার কাজটি তা স্পর্শ করা কাজটি অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোনো অবস্থায় একটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবে কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবে না এটি একটি চরম Common sense বিরুদ্ধ কথা। তাই এ কথাটিও ইসলামসিদ্ধ না হওয়ার কথা। এ বিষয়ে Common sense সম্মত কথাটি হবে- ওজু ছাড়া কুরআন পড়া গেলে স্পর্শ করাও যাবে। আর ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা না গেলে পড়াও যাবে না।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ‘অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি না’ নামক বইয়ে (গবেষণা সিরিজ-৯)।

৪. আনুষ্ঠানিক কাজের শুধু অনুষ্ঠান করলেই কল্যাণ তথা সওয়াব পাওয়া যায় পৃথিবীতে মানুষের তৈরি আনুষ্ঠানিক কাজের কয়েকটি হচ্ছে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদির শিক্ষা। এ আনুষ্ঠানিক কাজগুলো পর্যালোচনা

করলে সহজেই বোঝা যায়, ঐ কাজগুলোর প্রতিটি অনুষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্যে।

আর অনুষ্ঠানগুলো করে তা থেকে ঐ শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করলেই শুধু আনুষ্ঠানিক কাজটির অভীষ্ট উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। অর্থাৎ অনুষ্ঠানটি করে লাভ হয়। যে কোনো আনুষ্ঠানিক কাজের ব্যাপারে এ কথাগুলো যে সঠিক তা Common sense-এর আলোকে সহজেই বোঝা যায়।

মহান আল্লাহ সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি নামের কিছু আনুষ্ঠানিক আমল তথা কাজ প্রণয়ন করে তা মানুষকে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমলগুলোর প্রতিটি অনুষ্ঠান আল্লাহ প্রণয়ন করেছেন কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্যে। আমলগুলোর অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে মহান আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিতে হবে এবং তারপর সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে যদি ঐ আনুষ্ঠানিক আমলগুলোর উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়। এটিও একটি Common sense সম্মত কথা।

কিন্তু বর্তমানে প্রায় সব মুসলিম জানে ও মানে যে, ঐ কাজগুলোর শুধু অনুষ্ঠানটি করলেই তা কবুল হবে। আমলগুলো সম্বন্ধে তাদের বর্তমান ধারণা ও বাস্তব অনুসরণের ধরন শতভাগ Common sense বিরুদ্ধ। তাই তাদের ঐ ধারণা ও অনুসরণ ইসলামসম্মত না হওয়ারই কথা। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ‘সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে’ (গবেষণা সিরিজ-৩) এবং ‘আমল কবুলের শর্তসমূহ’ (গবেষণা সিরিজ-৫) নামক বই দুটিতে।

৫. কোনো কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মৌলিক বিষয় বাদ দিলেও সে কাজটি ব্যর্থ হয় না

যে কোনো কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মৌলিক বিষয়গুলোর একটিও বাদ দিলে ঐ কাজে মৌলিক ত্রুটি রয়ে যায়, ফলে ঐ কাজটি শতভাগ ব্যর্থ হয়। এটি একটি সহজ Common sense সম্মত কথা। তাই ইসলামী জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মৌলিক বিষয়গুলোর একটিও (ইচ্ছাকৃতভাবে) বাদ দিলে পুরো ইসলামী জীবন ব্যর্থ হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে, এটিও একটি Common sense সম্মত কথা। অথচ নিষ্ঠাবান মুসলিমদের অনেকেই ধারণা করে নিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী আমলও করছেন যে, ইসলামের কিছু কিছু মৌলিক কাজ করলেই তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়ে যাবে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ‘আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়’ নামক বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৮)।

৬. ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয় বরং উপাসনামূলক ইবাদতের অনুষ্ঠানগুলো করাই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

মহান আল্লাহ্ নিজেই মানুষের জন্যে পরম দয়ালু ও করুণাময় হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাই Common sense অনুযায়ী মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য -

- যেটি হওয়া উচিত- মানুষকে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সন্ত্রাস, অর্থাহার, অনাহার, বস্ত্রের অভাব, বাসস্থানের অভাব, চুরি, ডাকাতি, বদমায়েশি, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি অবস্থা থেকে উদ্ধার করার বিষয়ে ভূমিকা রাখা
- যেটি হওয়া উচিত নয়- শুধু সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলগুলোর অনুষ্ঠান করা

অবাক ব্যাপার হলো, বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য (শিক্ষিত বা অশিক্ষিত) মুসলিম, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য মনে করেন- সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলগুলোর শুধু অনুষ্ঠান পালন করা এবং সে অনুযায়ী তারা জীবনও পরিচালনা করেন।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ‘মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য’ শিরোনামের বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-১)।

শেষ কথা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, ওপরে আলোচনাকৃত তথ্যগুলো জানার পর আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন কুরআন ও সুন্নাহ Common sense, عَقْل, বোধশক্তি, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞানকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে এবং কেন তা দিয়েছে। আসুন, আমরা সবাই মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেন আমাদের সবাইকে সাহায্য করেন-

- Common sense- কে আল্লাহ তা’য়ালার ও রাসূল (সা.)-এর বলে দেয়া গুরুত্ব ও মর্যাদার আসনে স্থান দিতে
- প্রচলিত Common sense বিরুদ্ধ কথাগুলোর ব্যাপারে তাঁর বলে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী আবার চিন্তা-গবেষণা (Research) করতে ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে

এ দু’টি বিষয় বাস্তবে ঘটলে ইনশাআল্লাহ মুসলিমরা আবার তাদের হতগৌরব ফিরে পাবে এবং ভবিষ্যতে Common sense বিরুদ্ধ কথাকে ইসলামের কথা বলে তাদের গ্রহণ করানো অসম্ভব হবে। আপনাদের সবার দোয়া চেয়ে এবং

এক ভাইয়ের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া অন্য ভাইয়ের ঈমানী দায়িত্ব এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ:

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রাসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবজ্ঞান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা (চলমানচিত্র)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জাহ্নাম পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দিয়ে কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা

২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষের শেষ ভাষণ (বিদায় হজ্বের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা
(পকেট কনিকা, যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৫টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৬. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থানঃ

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনস্যাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)

১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।

ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল

৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।

ফোন: ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

- প্রফেসর'স বুক কর্পার, গুয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
মোবা: ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১১১৮৫৮৬
- আহসান পাবলিকেশন্স, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
মোবাইল: ০১৬৭৪৯১৬৬২৮
- আহসান পাবলিকেশন্স, কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার,
মোবা: ০১৭২৮১১২২০০
- কাটাবন বুক কর্পার, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, মোবা: ০১৯১৮৮০০৮৪৯
- আইডিয়াল বুক সার্ভিস, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা,
মোবা: ০১৭১১২৬২৫৯৬
- Good World লাইব্রেরী, ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৮৭৩১৫৯২০৪
- বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা:
০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- সালেহীন প্রকাশনী ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা,
মোবা: ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
- সানজানা লাইব্রেরী ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
মোবা: ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- আল ফারুক লাইব্রেরী, হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী,
মোবা: ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- মিল্লাত লাইব্রেরী, তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর
মোবাইল: ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ
মোবা: ০১৯১৫০১৯০৫৬
- মমিন লাইব্রেরী, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- বিশ্বাস লাইব্রেরী, ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- এমদাদিয়া লাইব্রেরী, বাইতুল মোকাররম দক্ষিণ গেইট, গুলিস্থান, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭৮৭৭২০৮০৯
- ইনসাক লাইব্রেরী এ্যান্ড জেনারেল স্টোর, আইডিয়াল স্কুল লেন, যাত্রাবাড়ী
মোবাইল: ০১৬৭৩৪৯৪৯১৯
- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল: ০১৯১৩১৮৮৯০২

চট্টগ্রাম

- আজাদ বুকস, ১৯ শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
মোবা: ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- ফয়েজ বুকস, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম,
মোবা: ০১৮১৪৪৬৬৭৭২, ০১৮৬৪৪৬৯১৭৭
- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম,
মো: ০১৮২২১৬৮৯৫১, ০১৮৪০৭৪৭৩০৮
- আদর্শ লাইব্রেরী এডুকেশন মিডিয়া, মিজান রোড, ফেনী, মোবাইল: ০১৮১৯৬০৭১৭০
- ফয়জিয়া লাইব্রেরী, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল: ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

- ❑ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল: ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- ❑ ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, স্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল: ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- ❑ আল বারাকাত লাইব্রেরী, চকবাজার, লক্ষ্মীপুর, মোবাইল: ০১৭১৫৪১৫৮৯৪
- ❑ তাজমহল লাইব্রেরী, জে.এম সেনগুপ্ত রোড, (কালিবাড়ী মোড়ের পূর্ব পার্শ্বে), চাঁদপুর
মোবাইল: ০১৭১৫৮৯৬৮২২, ০১৯৭৯৮৩৪৭০৮

খুলনা

- ❑ ছালেহিয়া লাইব্রেরী, হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, মোবাইল: ০১৭১১-২১৭২৮৮
- ❑ তাজ লাইব্রেরী, হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, মোবাইল: ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- ❑ হেলাল বুক ডিপো, তৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর, মোবাইল: ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- ❑ এটসেটরা বুক ব্যাংক, মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ, মোবা: ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- ❑ আরাফাত লাইব্রেরী, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, মোবাইল: ০১৭১২-০৬৩২১৮
- ❑ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট,
মাগুরা। মোবাইল: ০১৯১১৬০৫২১৪

সিলেট

- ❑ বুক হিল, রাজা ম্যানশন, নিচতলা, জিন্দা বাজার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৩৭৭০০৩১৭
- ❑ আল আমিন লাইব্রেরী, ২/৩ কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট
মোবা: ০১৭১০৮৯০১৮২।
- ❑ বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ৪৬,৪৭ রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট
মোবা: ০১৩০৫৮১৩১১৬।
- ❑ সুলতানিয়া লাইব্রেরী, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭৮০৮৩১২০৯
- ❑ পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ,
মোবাইল: ০১৭২৫৭২৭০৭৮।
- ❑ রহমানিয়া লাইব্রেরী, নতুন পৌরসভা রোড, হবিগঞ্জ, মোবা. ০১৭১৬৩২২৯৭৬।
- ❑ কুদরতিয়া লাইব্রেরী, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার,
মোবা: ০১৭১৬৭৪৯৮০০।
- ❑ বইঘর, প্রেস ক্লাব মোড়, মৌলভীবাজার, মোবা. ০১৭১৩৮৬৪২০৮।

রাজশাহী

- ❑ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাহেব বাজার, রাজশাহী,
মোবা: ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- ❑ আদর্শ লাইব্রেরী, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- ❑ আল হামরা লাইব্রেরী, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১২৮৩৩৫৭৩
- ❑ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর, মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- ❑ আল বারাকাত লাইব্রেরী, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭৯৩-২০৬৬৫২
- ❑ মিতা প্রকাশনী, শাহী মসজিদের পার্শ্বে, স্টেশন রোড, রংপুর, মোবাইল: ০১৭১৬৩০৪৯৬০